Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন তেলোয়াতের গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সালমা আক্তার

রোলঃ 216022068

৩ জুন,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন তেলোয়াতের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সালমা আক্তার

রোলঃ 216022068

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "কুরআন তেলোয়াতের গুরুত্ব ও ফজিলত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সালমা আক্তার, আইডিঃ 216022068 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ কুরআন তেলোয়াতের গুরুত্ব ও ফজিলত ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

সালমা আক্তার

আইডিঃ 216022068

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩ জুন, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা

পবিত্র কুরআন একটি চিরন্তন, শাশ্বত, মহাগ্রন্থ ও পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এটি জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎস। এটি মহাসত্যের সন্ধানদাতা, সর্বশেষ ও সর্বাধুনিক ইলাহী কিতাব। এটি পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য জ্ঞান ও হেদায়াত লাভের উৎসমূল। রাসূল (ছাঃ) বলেন, عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ فَهْمُ الْعَقْلِ وَنُورُ الْحِكْمَةِ وَيَنَابِيْعُ الْعِلْمِ وَأَحْدَثُ الْكُتُبِ بِالرَّحْمَنِ عَهْدًا، وَقَالَ فِي التَّوْرَاةِ : يَا مُحَمَّدُ إِنِّي مُنَزِّلٌ عَلَيْكَ تَوْرَاةً حَدِيْثَةً تَفْتَحُ فِيْهَا أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوْبًا غُلْفًا- ‘তোমরা কুরআনকে আবশ্যক করে নাও। কেননা এটি বিবেকের খোরাক, প্রজ্ঞার আলোকমালা, জ্ঞানের প্রস্রবন, আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবসমূহের মধ্যে সর্বাধুনিক। আর আল্লাহ তাওরাতে বলেন, হে মুহাম্মাদ! আমি তোমার উপর সর্বাধুনিক কিতাব নাযিল করেছি। যা অন্ধের দৃষ্টিকে, বধিরের শ্রবণশক্তিকে এবং অনুভূতিশূন্য বদ্ধ হৃদয়ের বোধশক্তিকে উন্মোচিত করবে’।[1]

কুরআন (القرآن) শব্দের অর্থ পঠিত, তেলাওয়াতকৃত। যা সবকিছুকে শামিল করে। আর কুরআনকে ‘কুরআন’ এজন্যই বলা হয় যে, তাতে শুরু-শেষ, আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান, হালাল-হারাম, প্রতিশ্রুতি-ধমক, শিক্ষণীয় ঘটনাবলী, উপদেশ, দুনিয়া ও আখেরাতের সবকিছুর ইঙ্গিত রয়েছে। আর সেইসাথে রয়েছে আয়াতগুলির একে অপরের সাথে অনন্য সমন্বয় ও সুসামঞ্জস্য।

আসমান-যমীনের মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাববুল আলামীন মানবজাতির জন্য যে দ্বীনকে মনোনীত করেছেন-তাই হল ইসলাম। পবিত্র কুরআন হল এই দ্বীনের শাশ্বত সংবিধান। মানবজাতির চিরন্তন গাইডলাইন। এই গাইডলাইন সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান অর্জন করা এবং মানুষের মাঝে তা ছড়িয়ে দেয়ার জন্যই আল্লাহ মুসলিম জাতির উত্থান ঘটিয়েছেন। এই চিরন্তন গাইডলাইনই মানবজাতির দুনিয়াবী ও পারলৌকিক জীবনে সফলতা-ব্যর্থতার একমাত্র মাপকাঠি। এজন্য কুরআন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করা প্রত্যেক

মুমিনের একান্ত অপরিহার্য এবং ফরয দায়িত্ব। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার যে, কুরআনের মর্যাদা অনুধাবনে ব্যর্থ হবার কারণেই হোক আর মরীচিকাময় দুনিয়াবী জীবনে শয়তানের ফেরেবে পড়ে হোক, পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন এবং অনুশীলন থেকে অধিকাংশ মানুষ অত্যন্ত গাফেল। এ দেশের মুসলমানদের মধ্যে শতকরা কতজন সঠিকভাবে কুরআন পড়তে জানেন, যারা জানেন তাদের কতজন নিয়মিত পড়েন, যারা পড়েন কতটুকু অর্থ বুঝে পড়েন-এ সকল পরিসংখ্যান অনুসন্ধান করলে বড় ধরনের এক হতাশাব্যঞ্জক চিত্রই যে ফুটে উঠবে, তা বিনা গবেষণায় বলে দেয়া যায়। মুসলিম জাতি হিসাবে এটা আমাদের জন্য কতটা বিপজ্জনক ও লজ্জাজনক হতে পারে তা সমাজের মানুষের ভয়াবহ আক্বীদা-আমলগত ত্রুটি-বিচ্যুতিই বলে দেয়। অত্র নিবন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে পবিত্র কুরআনের বিশেষত্ব, কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব ও ফযীলত এবং কুরআন তেলাওয়াতের পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হল।

কুরআনের পরিচয়

কুরআন শব্দটির ক্রিয়ামূল হল- قرأ। যার আভিধানিক অর্থ-পাঠ করা বা একত্রিত করা। সেই হিসাবে কুরআন শব্দের অর্থ হয়-যা পাঠকৃত বা একত্রিত। আর পরিভাষায়- আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে সুদীর্ঘ ২৩ বছরে মানবজাতির পথপ্রদর্শনের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তার নামই আল-কুরআন।

কুরআনের বর্ণনায় কুরআনের পরিচয় :

পবিত্র কুরআন স্বয়ং নিজের পরিচয় ব্যক্ত করেছে এভাবে-

‘এটি (আল্লাহর) কিতাব, এতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত’ (বাক্বারা ২)।

‘আর আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্যকারী ও রহমতস্বরূপ’ (বনী ইসরাঈল ৮২)।

‘ইহা মানুষের জন্য পয়গাম। আর যা দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা হয় এবং তারা জানতে পারে যে, তিনি কেবল একক ইলাহ। আর যাতে বুদ্ধিমানরা উপদেশ গ্রহণ করে’ (ইবরাহীম ৫২)।

‘বল, ‘যদি মানুষ ও জিন এ কুরআনের অনুরূপ হাজির করার জন্য একত্রিত হয়, তবুও তারা এর অনুরূপ হাজির করতে পারবে না যদিও তারা একে অপরের সাহায্যকারী হয়’ (নিসা ৮৮)।

‘এ কুরআনকে যদি আমি পাহাড়ের ওপর নাযিল করতাম তবে তুমি অবশ্যই তাকে দেখতে, আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ। মানুষের জন্য আমি এ উদাহরণগুলি পেশ করি; হয়ত তারা চিন্তাভাবনা করবে’ (হাশর ৮১)।

হোসাইন আল-মাহমূদ

কুরআনের বিভিন্ন নাম

কুরআনের বেশ কিছর নাম রয়েছে। যেমন- হুদা (পথনির্দেশক), যিকর (উপদেশ বাণী), ফুরকান (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী), নূর (আলো), বুরহান (প্রমাণ), হাকীম (মহা জ্ঞানপূর্ণ), ইত্যাদি। যেমন কুরআনে এসেছে, تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ‘তিনি বরকতময় যিনি তাঁর বান্দার উপর ফুরকান (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী) নাযিল করেছেন যেন তা জগতবাসীর জন্য সতর্ককারী হতে পারে’ (ফুরকান ১)।

কুরআনের বিশেষত্ব

১. কুরআন আল্লাহ প্রেরিত কিতাব : আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে মানবতার হেদায়াতের জন্য যেসব কিতাব অবতীর্ণ করেছেন সেগুলোকে আসমানী কিতাব বলা হয়। আল-কুরআন হল সর্বশেষ আসমানী কিতাব, যা বিশ্বমানবতার পথপ্রদর্শনের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ 'নিশ্চয় এ কুরআন বিশ্ব জাহানের রবের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে (শু'আরা ১৯২)।

২. কুরআন হল নূর বা আলো : অজ্ঞতার নিকষ কৃষ্ণাধারে দিকভ্রান্ত মানবজাতিকে পথের সন্ধান দেয়ার জন্য চিরন্তন দেদীপ্যমান আলোকবার্তা বা নূর হল আল-কুরআন। আললাহ তা'আলা বলেন- قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ، يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 'অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আলো ও সুস্পষ্ট গ্রন্থ এসেছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে শান্তির পথ দেখান, যারা তাঁর সন্তুষ্টির পথ অনুসরণ করে এবং নিজ অনুমতিতে তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করেন। আর তাদেরকে সরল পথের দিকে হেদায়াত দেন' (মায়িদাহ ১৫-১৬)।

৩. কুরআন মানবজাতির জন্য পথপ্রদর্শক : মানবজাতির ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবন কীভাবে পরিচালিত হবে, তার খুঁটিনাটি প্রতিটি বিষয় কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন - وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِين 'আমি তোমার নিকট এই কিতাব নাযিল করেছি সবকিহরর সুস্পষ্ট বর্ণনা সহকারে। আর এটা আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণকারীদের জন্য হেদায়াত, রহমত ও সুসংবাদস্বরূপ' (নাহল ৮৯)।

৪. কুরআন যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতিমুক্ত : পবিত্র কুরআন যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত এবং অপরিবর্তনীয়। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং এর হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন।

আল্লাহ বলেন, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ 'নিশ্চয় আমি উপদেশবাণী তথা কুরআন নাযিল করেছি এবং নিঃসন্দেহে এর হেফাযতকারী আমি নিজেই' (হিজর ৯)। আল্লাহ আরো বলেন, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا 'তারা কি কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না? আর যদি তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হত, তবে অবশ্যই তারা এতে অনেক বৈপরীত্য দেখতে পেত' (নিসা ৮২)।

৫. কুরআন রামাযান মাসে অবতীর্ণ হয়েছে : পবিত্র কুরআন রামাযান মাসের লাইলাতুল ক্বদরে অবতীর্ণ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন- شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ 'রামাযান এমন মাস যাতে নাযিল হয়েছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। যা বিশ্বমানবতার জন্য হেদায়েত ও সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা এবং হক ও বাতিলের মধ্যকার পার্থক্যবিধানকারী' (বাক্বারাহ ১৮৫)।

৬. কুরআন মুমিনদের জন্য রহমত : কুরআন বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসাবে নাযিল করা হয়েছে। যারা এ কুরআন পড়বে এবং সে অনুযায়ী আমল করবে তারা আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا 'আর আমি কুরআন নাযিল করেছি যা মুমিনদের জন্য শেফা ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতিই বাড়িয়ে দেয়' (বনী ইসরাঈল ৮২)।

৭. কুরআন জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস : কুরআন মাজীদ সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস। এতে বর্ণিত সবকিছুরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভুল প্রমাণিত হয়েছে। কুরআনে এরশাদ হচ্ছে, يس (1) وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ 'ইয়া-সীন, বিজ্ঞানময় কুরআনের শপথ' (ইয়াসীন ১-২)। بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ 'বরং যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে তা (কুরআন) সুস্পষ্ট নিদর্শন (আনকাবুত ৪৯)।

৮. কুরআন বিশ্ববাসীর জন্য চ্যালেঞ্জ : কুরআনের মত কোন কিতাব মানুষ বা অন্য কোন সৃষ্টির পক্ষে রচনা করা সম্ভব নয়। প্রায় পনেরশত বছর পূর্বের এই চ্যালেঞ্জ আজ পর্যন্ত কেউ মুকাবেলা করতে সক্ষম হয়নি। আর কিয়ামত পর্যন্ত কেউ সক্ষমও হবে না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন- قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا 'বল, যদি মানব ও জ্বিন জাতি সবাই মিলে একত্রিত হয় যে, তারা এ কুরআনের অনুরূপ কিছর আনয়ন করবে, তারা এ কুরআনের অনুরূপ কিছরই আনয়ন করতে পারবে না, যদিও তারা একে অপরের সাহায্যকারী হয়' (বনী ইসরাঈল ৮৮)।

৯. কুরআন জীবন্ত মু'জিযা : মক্কার কাফের-মুশরিকরা যখন রাসূল (ছাঃ)কে তাঁর নবুয়তের সত্যতা স্বরূপ মু'জিযা দেখাতে বলল, তখন আল্লাহ নাযিল করলেন, أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِم 'তাদের জন্য (কাফেরদের) এই কিতাবই কি (মু'জিযা হিসাবে) যথেষ্ট নয়, যা তাদের সম্মুখে পাঠ করা হয়? অর্থাৎ এই কুরআন নিজেই তো একটি জীবন্ত মু'জিযা এবং নবুওতের স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ মানবজাতির জন্য।

১০. কুরআন শিক্ষা সহজ : কুরআনকে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির জ্ঞানলাভের জন্য সহজতর করে দিয়েছেন। কুরআনের ঘোষণা- وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ 'আর আমি তো কুরআন শেখার জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব কোন উপদেশগ্রহণকারী আছে কি?' (আল-ক্বামার ১৭)

(ক) কুরআন শিক্ষাগ্রহণকারী ও শিক্ষাদানকারী শ্রেষ্ঠ :

সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ রয়েছেন। সকল শ্রেণী ও পেশার লোকদের চাইতে কুরআন শিক্ষাগ্রহণকারী ও শিক্ষাদানকারীগণ সর্বশেষ্ঠ মানুষ হিসাবে পরিগণিত। ওছমান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَه- 'তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন শিখে ও অন্যকে শিখায়'।[2] অন্য

বর্ণনায় এসেছে,إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ- 'নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি, যে কুরআন শিক্ষা করে ও অন্যকে শিখায়'।[3] অতএব কুরআন নিয়মিত তেলাওয়াত করতে হবে এবং এর সঠিক মর্ম অনুধাবন করে তদনুযায়ী জীবন গঠন করতে হবে।

উহুদ যুদ্ধের শহীদগণের একাধিক ব্যক্তিকে একই কবরে দাফন করা হয়। আর সর্বোচ্চ কুরআন হিফযকারীকে রাসূল (ছাঃ) আগে কবরে নামানোর নির্দেশ দিলেন। যেমন জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ : أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِى اللَّحْدِ- 'নবী করীম (ছাঃ) উহুদ যুদ্ধের শহীদগণের দু'জনকে একই কাপড়ে একত্রিত করেছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এদের মধ্যে কুরআনে অধিক বিজ্ঞ কে? যখন তাদের কোন একজনের প্রতি ইশারা করা হ'ল, তখন তিনি তাকেই আগে কবরে নামানোর নির্দেশ দিলেন'।[4] অত্র ঘটনায় কুরআনে পারদর্শিতা অর্জনের সম্মান বর্ণিত হয়েছে। যা জীবিত ও মৃত সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য।

(খ) প্রকৃত কুরআনধারীরাই আল্লাহওয়ালা :

কুরআন তেলাওয়াত করা এবং তার আয়াতগুলি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা ও সেগুলি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আল্লাহওয়ালা হওয়া যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, দুনিয়াতে মানুষের মধ্যে কতিপয় আল্লাহওয়ালা রয়েছেন। ছাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! তারা আবার কারা? তিনি বলেন,أَهْلُ الْقُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللهِ وَخَاصَّتُهُ- 'কুরআন ওয়ালারাই প্রকৃত আল্লাহওয়ালা এবং তাঁর নিকটতর'।[5] অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালবেসে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করবে, স্বয়ং আল্লাহ তাকে ভালবাসেন এবং তাকে তাঁর নিকটবর্তী হিসাবে গণ্য করেন।

(গ) বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষার গুরুত্ব :

বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত করা যরূরী। কুরআন তেলাওয়াতের সময় মাখরাজ সমূহ সঠিকভাবে উচ্চারণ না করলে বা তাজবীদের নিয়ম সমূহ পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ না করলে অনেক সময় আয়াতের মর্ম পরিবর্তন হয়ে যায়। যাতে পাপ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব ধীরে-সুস্থে ও বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত করা যরূরী। যেমন আল্লাহ বলেন, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً- 'আর কুরআন তেলাওয়াত কর ধীরে ধীরে, সৌন্দর্যমন্ডিত পন্থায়' (মুযযাম্মিল ৭৩/৪)। তিনি আরও বলেন, وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً- 'আর আমরা তোমার উপর পর্যায়ক্রমে সুন্দরভাবে কুরআন নাযিল করেছি' (ফুরক্বান ২৫/৩২)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, حَسِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا- 'তোমরা তোমাদের কণ্ঠস্বরের দ্বারা কুরআনকে সৌন্দর্যমন্ডিত কর। কেননা সুমধুর কণ্ঠস্বর কুরআনের সৌন্দর্যকে আরও বৃদ্ধি করে দেয়'।[6]

(ঘ) কুরআনওয়ালাদের সাথে ঈর্ষা :

মহাগ্রন্থ কুরআন মাজীদের বক্তব্য প্রজ্ঞাপূর্ণ ও সুগভীর। একে যথাযথভাবে আয়ত্ত্বকারীগণ মহাপুরুষ। ভালো কাজের আগ্রহ থেকে তাদের প্রতি ঈর্ষা করায় কোন দোষ নেই। তবে কারো প্রতি অন্যায়ভাবে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা ইসলামে নিষিদ্ধ। কেননা আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ- 'কেবল দু'টি বিষয়ে ঈর্ষা করা বৈধ- যাকে আল্লাহ কুরআনের জ্ঞান দান করেছেন, আর সে তা রাত-দিন তেলাওয়াত করে এবং সে ব্যক্তির উপর যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন। অতঃপর তাকে বৈধ পন্থায় ব্যয় করার সক্ষমতা দিয়েছেন'।[7]

(ঙ) কুরআনের পরিপূর্ণ হেফাযত যরূরী :

পবিত্র কুরআনের যথার্থ হেফাযত করতে হবে। মুখস্থকৃত সূরা বা আয়াত বারবার তেলাওয়াতের মাধ্যমে কুরআন বিস্মৃতি থেকে দূরে থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ، فَوَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِّنَ الإِبِلِ فِى عُقُلِهَا- 'তোমরা কুরআনের যথাযথ হেফাযত ও সংরক্ষণ কর। সেই সত্তার কসম! যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন, অবশ্যই উট তার রশি থেকে যেমন দ্রুত পালিয়ে যায় তার চেয়েও দ্রুত বেগে এ কুরআন চলে যায়'।[8] অর্থাৎ কুরআন তেলাওয়াতের প্রতি যত্নবান না হ'লে কুরআন স্মৃতি থেকে দ্রুত হারিয়ে যাবে।

(চ) রামাযানে অধিকহারে কুরআন তেলাওয়াত :

রামাযান মাসে হেরাগুহায় কুরআন নাযিলের সূচনা হয়। ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, প্রতি বছর (রামাযানে) জিব্রীল (আঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে একবার কুরআন পাঠের পুনরাবৃত্তি করতেন। কিন্তু যে বছর তিনি মৃত্যুবরণ করেন সে বছর তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে দু'বার কুরআন পাঠ করেন।[9] অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'জিব্রীল (আঃ) রামাযান শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রতি রাতেই রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। তখন নবী করীম (ছাঃ) তাঁকে কুরআন তেলাওয়াত করে শোনাতেন'।[10] অতএব রামাযান মাসে অন্তত একবার পূর্ণ কুরআন তেলাওয়াত করে শেষ করা উত্তম।

মানবজাতির পথনির্দেশক আল কুরআন

পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাগ্রন্থ পবিত্র আল কুরআন। আল্লাহ তাআলার বড়ই মেহেরবানি যে, তিনি আমাদের ওপর কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) কুরআন দিয়েই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ তৈরি করেছিলেন। এটি অবতীর্ণ হয়েছে বিশ্বমানবতার মুক্তি, সৎ আর সত্যের পথ দেখানোর জন্য। অন্ধকারাচ্ছন্ন এক বিভীষিকাময় জাহেলি সমাজে কুরআন এনেছিল আলোকময় সোনালি সকাল। কুরআন মজিদ সর্বশেষ আসমানি কিতাব। বর্তমান পৃথিবীর নির্ভুল ও বিশুদ্ধতম কিতাব। মানবজাতির হেদায়েতের মূল উৎস, সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য কিতাব। সুতরাং কুরআন মজিদ হচ্ছে বিশ্ববাসীর জন্য সৌভাগ্য অর্জনের সেরা মাধ্যম। আমাদের ওপর কুরআন মজিদের ৫টি হক আছে। ১. ঈমান বিল কুরআন- কুরআন মজিদের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন;

২. আযমত- কুরআনের গুরুত্ব মাহাত্ম্য ও মর্যাদা বুঝা;

৩. মুহাব্বাত-কুরআন মজিদের প্রতি ভালোবাসা;

৪. তেলাওয়াত মাআস সিহহাত- সহিহ শুদ্ধ তেলাওয়াত;

৫. ইতাআত-কুরআন মজিদের বিধানের আনুগত্য করা।

আমাদের উচিত সহিহ শুদ্ধভাবে কুরআন মজিদ তেলাওয়াত করা, এর অর্থ ও মর্ম অনুধাবন করা, এর আদেশসমূহ পালন করা এবং এর সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক কায়েম করা এবং এর গুরুত্ব ও মর্যাদা উপলব্ধি করা। এর আলোকে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও দেশকে আলোকিত করা। আল কুরআনের পরিচয়, গুরুত্ব ও ফজিলত কুরআন শব্দের অর্থ: পাঠ করা, যা পাঠ করা হয়। আর পরিভাষায়-আল্লাহ তাআলা জিবরাইল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে সুদীর্ঘ ২৩ বছরে মানবজাতির হেদায়েত হিসেবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওপর যে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তার নাম আল কুরআন।

১. কুরআন আল্লাহর কিতাব : আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে মানবতার হেদায়েতের জন্য যেসব কিতাব অবতীর্ণ করেছেন সেগুলোকে আসমানি কিতাব বলা হয়। আল কুরআন

হলো সর্বশেষ আসমানি কিতাব, যা বিশ্বমানবতার জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন : "নিশ্চয় এ কুরআন বিশ্ব জাহানের রবের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে।" (সূরা আশ-শুআরা-১৯২) ইমাম খাত্তাবি (রহ) বলেন, হাদিসে এসেছে যে, জান্নাতের সিঁড়ির সংখ্যা হচ্ছে কুরআনের আয়াতের সংখ্যা পরিমাণ। কুরআনের পাঠককে বলা হবে, তুমি যতটুকু কুরআন পড়েছ ততটি সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠ। যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ কুরআন পড়েছে, সে আখেরাতে জান্নাতের সবশেষ সিঁড়ির ধাপে উঠে যাবে। যে ব্যক্তি কুরআনের কিছু অংশ পড়েছে সে ততটুকু উপরে উঠবে। অর্থাৎ যেখানে তার পড়া শেষ হবে সেখানে তার সওয়ারের শেষ সীমানা হবে। ২. আল কুরআন নির্ভুল গ্রন্থ: মহাগ্রন্থ আল কুরআনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি একটি নির্ভুল কিতাব যার ভেতরে কোনো প্রকার সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন: (কুরআন) সে-ই কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই, এতে রয়েছে মুত্তাকিদের জন্য পথের দিশা।" (সূরা আল বাকারা : ২) ৩. কুরআন হলো নুর বা আলো : অন্ধকারে নিমজ্জিত জাতিকে সত্যিকার আলোর দিকে নিয়ে আসার জন্য আল কুরআন হলো আলো বা নুর। আল্লাহ তাআলা বলেন: "অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে আলো ও সুস্পষ্ট গ্রন্থ এসেছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে শান্তির পথ দেখান, যারা তাঁর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে এবং তাঁর অনুমতিতে তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করেন। আর তাদেরকে সরল পথের দিকে হেদায়েত দেন।" (সূরা মায়িদাহ : ১৫-১৬) ৪. কুরআন সংরক্ষণ করার দায়িত্ব আল্লাহ তাআলার : কুরআন যাবতীয় বিকৃতি থেকে মুক্ত। কেননা আল্লাহ তাআলা এর সংরক্ষণ করবেন। কুরআনে বলা হয়েছে: "নিশ্চয় আমি উপদেশবাণী তথা কুরআন নাজিল করেছি এবং নিঃসন্দেহে এর হেফাজতকারী আমি নিজেই।" (সূরা আল হিজর-৯) ৫. কুরআন মানবজাতির জন্য হেদায়েত : আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয়জীবন কিভাবে পরিচালিত হবে, তার প্রতিটি বিষয় কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন : "আমি তোমার নিকট কিতাবটি নাজিল করেছি। এটি এমন যে তা সবকিছুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, আর এটা হেদায়েত, রহমত ও মুসলিমদের জন্য

সুসংবাদস্বরূপ।" (সূরা আন নাহল : ৮৯) ৬. কুরআন রমাদান মাসে অবতীর্ণ হয়েছে : কুরআন রমাদান মাসে লাইলাতুল ক্বদরে অবতীর্ণ করা হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে : "রমজান এমন মাস যাতে নাজিল হয়েছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন, যা বিশ্বমানবতার জন্য হেদায়েতও সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা এবং হক ও বাতিলের মধ্যকার পার্থক্য বিধানকারী।" (সূরা আল বাকারা : ১৮৫) ৭. কুরআন মুমিনদের জন্য রহমাত : কুরআন বিশ্ববাসীর জন্য রহমাত হিসেবে নাজিল করা হয়েছে। যারা এ কুরআন পড়বে, সে অনুযায়ী আমল করবে তারা আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন : "আর আমি কুরআন নাজিল করি যা মুমিনদের জন্য শিফা ও রহমত, কিন্তু তা জালিমদের ক্ষতিই বাড়িয়ে দেয়।" (সূরা বনি ইসরাইল : ৮২) ৮. কুরআন জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস : কুরআন মজিদ সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস এবং কুরআন যে নির্দেশনা দিয়েছে তা নির্ভুল ও বাস্তবভাবে প্রমাণিত হয়েছে। কুরআনে এরশাদ হচ্ছে: "ইয়াসিন। বিজ্ঞানময় কুরআনের শপথ।" (সূরা ইয়াসিন : ১-২) ৯. কুরআন বিশ্ববাসীর জন্য চ্যালেঞ্জ : কুরআনের মত কোন কিতাব মানুষ বা কারো পক্ষে বানানো সম্ভব নয়। প্রায় চৌদ্দশত বছর আগের চ্যালেঞ্জ এ পর্যন্ত কেউ মুকাবেলা করতে সক্ষম হয়নি। আর কিয়ামত পর্যন্ত তা সম্ভবও হবে না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন : "বল, যদি মানব ও জিন জাতি সবাই মিলে একত্রিত হয় যে, তারা এ কুরআনের অনুরূপ কিছু আনয়ন করবে, তারা এ কুরআনের অনুরূপ কিছুই আনয়ন করতে পারবে না, যদিও তারা একে অপরের সাহায্যকারী হয়।" (সূরা বনি ইসরাইল : ৮৮) ১০. যার সন্তান আল-কুরআন শিক্ষা করবে তার প্রতিদান : নবী করীম (সা) বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করবে, শিক্ষা করবে ও তদনুযায়ী আমল করবে; তার পিতা-মাতাকে দু'টি পোশাক পরিধান করানো হবে, যা দুনিয়ার সকল বস্তুর চেয়ে অধিক মূল্যবান। তারা বলবে, কোন্ আমলের কারণে আমাদেরকে এত মূল্যবান পোশাক পরানো হয়েছে? বলা হবে, তোমাদের সন্তানের কুরআন গ্রহণ করার কারণে। (হাকেম) কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব ১. কুরআন শিক্ষা ফরজ : প্রত্যেক মুসলিমকে কুরআন পড়া জানতে হবে। যে নিজেকে মুসলিম হিসেবে দাবি করবে তাকে অবশ্যই কুরআন শিক্ষা করতে হবে। কুরআন শিক্ষা

করা এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, আল্লাহ তাআলা কুরআন শিক্ষা করা ফরজ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: "পড় তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আলাক : ১) কুরআন শিক্ষায় কোন প্রকার অবহেলা করা যাবে না। উম্মাতকে কুরআন শিক্ষার নির্দেশ দিয়ে ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "তোমরা কুরআন শিক্ষা কর এবং তেলাওয়াত কর।" (মুসান্নাফ ইবন আবি শাইবাহ : ৮৫৭২) ২. কুরআন প্রচারের জন্য শিক্ষা করা : কুরআন মাজিদে কুরআন প্রচারের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সে নির্দেশের আলোকে রাসূলুল্লাহ (সা)ও সাহাবায়ে কিরাম কুরআন প্রসার-প্রসারে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছেন। যে ব্যক্তি কুরআন পড়তে জানে না, সে কিভাবে তা প্রচার করবে? সুতরাং কুরআন প্রচার-প্রসারে ভূমিকা পালন করার জন্য তা শিক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। কুরআনে বলা হয়েছে: "হে রাসূল, তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার নিকট যা নাজিল করা হয়েছে, তা পৌঁছে দাও।" (সূরা মায়িদাহ : ৬৭) ৩. কুরআন অফুরন্ত জ্ঞানভান্ডার: মহাগ্রন্থ আল কুরআন জ্ঞানের এক অফুরন্ত ফল্গুধারা যা কখনো ফুরায় না। এর জ্ঞানভান্ডার কখনো অতীতের গর্ভে বিলীন হয় না এবং ভবিষ্যত্যের আগমনে অকেজো হয় না। সূর্যালোকের মত প্রতিদিনই ঘটে এর জ্ঞানের নবোদয়। আল্লাহ সূরা আর-রাদ এর ২৮ নম্বর আয়াতে বলেছেন : "যারা ঈমান আনে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর জিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে। জেনে রাখ, আল্লাহর জিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়।" ৪. হেদায়েত লাভের জন্য কুরআন শিক্ষা : কুরআনের মাধ্যমেই হেদায়েতের সন্ধান পাওয়া যাবে। সে জন্য কুরআন থেকে হেদায়েত পাবার জন্য কুরআন শিক্ষা করতে হবে। কুরআনে সূরা বনি ইসরাইলের ৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : "নিশ্চয় এ কুরআন এমন পথ প্রদর্শন করে, যা সর্বাধিক সরল ও সঠিক।" কুরআন শিক্ষা ও তেলাওয়াত বা কুরআন চর্চার গুরুত্ব ও ফজিলত : কুরআনে কারিম মানবজাতির জন্য আল্লাহর এমন এক বড় নিয়ামত। পৃথিবীর অন্য কোনো নিয়ামত, অর্থসম্পদ কোনো বস্তুই এর সমকক্ষ হতে পারে না। কুরআনের তেলাওয়াত, শোনা ও শোনানো, শিখা ও শিখানো, এর ওপর আমল করা, তা প্রচার ও প্রসার করা, এসবই মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের মহাকল্যাণ

ও সৌভাগ্য লাভের উপায়। হযরত উক্ববা ইবনে আমির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, যদি প্রতিদিন কোনো ব্যক্তি মসজিদে গিয়ে যে কোনো দু'টি আয়াত শিখে নেয় বা পড়ে নেয়, তাহলে এটা তার জন্য দু'টি উটনী পাওয়ার চেয়েও উত্তম। তিনটি আয়াত শিখলে তিনটি উটনীর চেয়ে আর চারটি আয়াত শিখলে চারটি উটনী পাওয়ার চেয়ে উত্তম।" (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ৮০৩) প্রত্যেক মুসলমানের প্রচুর পরিমাণে কুরআন তেলাওয়াতে মনোযোগী হওয়া অতি জরুরি। রমজান মাসে হযরত জিবরাইল (আ) নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে 'দাওর' করতেন, পূর্ণ কুরআন একে অপরকে শুনাতেন। হযরত উসমান (রা) প্রতি রাত্রে কুরআন এক খতম করতেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ) রমজানে ৬১ বার কুরআন খতম করতেন। ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ) রমজানের ত্রিশ দিনে ত্রিশ খতম, ত্রিশ রাত্রে ত্রিশ খতম ও তারাবিতে এক খতম মোট ৬১ খতম করতেন। ইমাম শাফেয়ী (রহ) নামাজের বাইরে ৬০ বার কুরআন খতম করেছেন। ১. কুরআন তেলাওয়াত আল্লাহর সাথে একটি লাভজনক ব্যবসা : কুরআন তেলাওয়াত আল্লাহর সাথে একটি লাভজনক ব্যবসা। বিভিন্ন ব্যবসায় লাভ এবং ক্ষতি দু'টিরই সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু এখানে লাভ ছাড়া কোন প্রকার ক্ষতির অংশ নেই। এ বিষয়ে সূরা ফাতিরের ২৯-৩০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন : "যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, সালাত কায়েম করে, আমার দেয়া রিজিক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই আশা করতে পারে এমন ব্যবসার যা কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। কারণ আল্লাহ তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরো অধিক দান করবেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।" ২. কুরআন পাঠকারী প্রত্যেক হরফের জন্য সওয়াব লাভ করে: কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে বিরাট সওয়াব অর্জন করার সুযোগ রয়েছে। এর সাথে অনেক উপকারিতাও রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পাঠ করে, তাকে একটি নেকি প্রদান করা হয়। প্রতিটি নেকি দশটি নেকির সমান। আমি বলি না যে, আলিফ-লাম-মিম একটি হরফ। বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ, মিম একটি হরফ।" (সুনান আত-তিরমিযি : ২৯১০) ৩. কুরআনের শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সর্বোত্তম ব্যক্তি : কুরআন

শিক্ষার মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা যায়। উসমান (রা) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে ও অপরকে শিক্ষা দেয়।" (বুখারি : ৫০২৭) ৪. কুরআন তেলাওয়াতকারীর পক্ষে সুপারিশ করবে : কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াতকারীর পক্ষে সুপারিশ করবে। এটা বিরাট সৌভাগ্যের বিষয়। আবু উমামাহ (রা) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: "তোমরা কুরআন তেলাওয়াত কর, কারণ, কুরআন কেয়ামতের দিন তেলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করবে।" (মুসলিম : ১৯১০) ৫. কুরআন তেলাওয়াত ঈমান বৃদ্ধি করে : কুরআন তেলাওয়াত বান্দাহর জন্য এমন উপকারী যে, তা তেলাওয়াত করলে ঈমান বৃদ্ধি পায়। এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন : "মুমিন তো তারা, যাদের অন্তরসমূহ কেঁপে ওঠে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। আর যখন তাদের ওপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং যারা তাদের রবের ওপরই ভরসা করে।" (সূরা আনফাল : ২) ৬. আল-কুরআন মানুষকে শান্তি, স্বস্তি এবং নিরাপত্তা দিতে সক্ষম : যে ভূখন্ডে আল কুরআন প্রতিষ্ঠিত হবে, এ কুরআন সে ভূখন্ডের লোকদেরকে পূর্ণ শান্তি, স্বস্তি দিতে সক্ষম। আমরা যদি ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই, এ কুরআন যখন নাজিল হয়েছিল তখন সমগ্র পৃথিবী বিশেষ করে আরব জাতির অবস্থা ছিল চরম শোচনীয়, ধর্ম এবং নৈতিকতার সীমা ছাড়িয়ে তারা পশুর মত জীবন-যাপন শুরু করেছিল, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তারা হয়ে গিয়েছিল চরম দেউলিয়া, দারিদ্র্য তাদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিল, তাদের সমাজে কোন মানুষের নিরাপত্তা ছিল না। আল কুরআন তাদের জীবন এবং সমাজের আমূল পরিবর্তন ঘটালো, অবশেষে তারা হয়ে উঠল পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি, তাদের সমাজে মানুষের শান্তি, স্বস্তি এবং নিরাপত্তা ফিরে পেল, নারী তার সতীত্বের নিরাপত্তা পেল, অর্থনৈতিক ভাবে তারা পরিপূর্ণ সচ্ছল হয়ে উঠল এবং অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছাল যে তাদের সমাজে ভিক্ষা নেয়ার মত কোন মানুষ পাওয়া যেত না, কারণ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, যদি কোন জনপদের লোকেরা ঈমান আনে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে, তাহলে আসমান ও

জমিনের বরকতের দরজা তাদের জন্য খুলে দেয়া হবে। কুরআনের গবেষক: আহনাফ ইবনে কায়েস। আরব মরুর এক জানবাজ মুজাহিদ। শৌর্য আর সাহসে তিনি ছিলেন এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। আরবি সাহিত্যেও তিনি ছিলেন এক উঁচু মাপের সমঝদার ব্যক্তি। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চেহারা মোবারক দেখার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। কিন্তু পেয়েছেন নবী (সা)-এর হাতে গড়া বহু সাহাবীর একান্ত সান্নিধ্য। একদিন তার সামনে এক ব্যক্তি কুরআনের এই আয়াতটি পড়ালেন: "আমি তোমাদের কাছে এমন একটি কিতাব নাজিল করেছি, যাতে তোমাদের কথা আছে, অথচ তোমরা চিন্তা গবেষণা করো না।" (সূরা আম্বিয়া : ১০) এই আয়াতটি তাঁকে যেন নতুন দিগন্তের দিকে আহবান জানালো। তিনি বুঝতে চেষ্টা করলেন, 'যাতে শুধু তোমাদের কথাই আছে' এই কথার অর্থ কী? তিনি চিন্তা করছিলেন আর অভিভূত হচ্ছিলেন। মনে হচ্ছিল কেউ যেন নতুন কিছু শোনাল। তিনি কুরআন নিয়ে বসে গেলেন। একে একে বিভিন্ন দল, গ্রুপের বর্ণনা তিনি পেতে শুরু করলেন। যেমন একদলে পরিচয় পেলেন, "এরা রাতের বেলায় খুব কম ঘুমায়, শেষ রাতে তারা আল্লাহর কাছে নিজের গুনাহ মাফের জন্য মাগফেরাত কামনা করে।" (সূরা যারিয়াত : ১৭-১৮) আবার একদলের পরিচয় পেলেন এভাবে, "তাদের পিঠ রাতের বেলায় বিছানা থেকে আলাদা থাকে, তারা নিজেদের প্রতিপালককে ডাকে ভয় ও প্রত্যাশা নিয়ে, তারা অকাতরে আমার দেয়া রিজিক থেকে খরচ করে।" (সূরা আস সাজদা : ১৬) কিছু দূর এগিয়ে যেতেই আবার পরিচয় পেলেন আরেক দলের। যাদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে, "রাতগুলো তারা নিজেদের মালিকের সিজদা ও দাঁড়িয়ে থাকার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দেয়।" (সূরা আল ফুরকান : ৬৪) "যারা ব্যয় করে সচ্ছল এবং অসচ্ছল অবস্থায়, যারা রাগ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল এবং কোমল, আল্লাহ তো কল্যাণকামীদের ভালবাসেন।" (সূরা আলে ইমরান ১৩৪) এরপর এলো আরেক দলের পরিচয়, "এরা (দুনিয়ার প্রয়োজনের সময়) অন্যদেরকে নিজেদেরই ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়, যদিও তাদের নিজেদের রয়েছে প্রচুর অভাব ও ক্ষুধার তাড়না। যারা নিজেদেরকে কার্পণ্য থেকে দূরে রাখতে পারে, তারা বড়ই সফলকাম।" (সূরা হাশর : ৯) অধ্যয়ন চলছে আর চিন্তার গভীরে ডুবে

যাচ্ছেন আহনাফ। এবার পেলেন আরেক দলের পরিচয়, “এর বড় বড় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, যখন এরা রাগান্বিত হয়, তখন (প্রতিপক্ষকে) মাফ করে দেয়, এরা আল্লাহর হুকুম মেনে চলে, এরা সালাত প্রতিষ্ঠা করে, এরা নিজেদের মধ্যকার কাজকর্মগুলোকে পরামর্শের ভিত্তিতে আঞ্জাম দেয়। আমি তাদের যা দান করেছি, তা থেকে তারা অকাতরে ব্যয় করে।” (সূরা আশ শুরা : ৩৭-৩৮) হযরত আহনাফ ছিলেন একজন আত্মবিশ্বাসী মানুষ। নিজের সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল স্বচ্ছ। আর কুরআনে পাওয়া মুমিনদের পরিচয়ের সাথে তিনি নিজেকে মেলাতে পারলেন না। বরং বলেই ফেললেন: হায় আল্লাহ! আমি তো এই কুরআনের কোথাও ‘আমাকে’ খুঁজে পেলাম না। আমার কথা কোথায়? আমার চরিত্র তো কোথাও নেই? অথচ এ কুরআনে তো তুমি সবার কথাই বলেছো। কিন্তু থামলেন না তিনি। বরং এগিয়ে চললেন নতুন উদ্যমে। এবার পেলেন আরও কতক মানুষের পরিচয়, যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, তখন তারা গর্ব ও অহংকার করে বলে, আমরা কি একটি পাগল ও কবির জন্য আমাদের মাবুদদের পরিত্যাগ করবো?” (সূরা সাফফাত : ৩৫-৩৬) তিনি এগিয়ে চললেন, পেলেন আরেক দলের পরিচয়, “যখন এদের সামনে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন এদের অন্তর অত্যন্ত নাখোশ হয়ে পড়ে, অথচ যখন এদের সামনে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যদের কথা বলা হয়, তখন অন্তর খুশিতে ভরে যায়।” (সূরা যুমার : ৪৫) আরেক দলের পরিচয়ও এলো তাঁর সামনে, “তোমাদের কিসে জাহান্নামের এই আগুনে নিক্ষেপ করলো? তারা বলবে- আমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করতাম না, আমরা গরিব মিসকিনদের খাবার দিতাম না, কথা বানানো যাদের কাজ আমরা তাদের সাথে মিশে সে কাজে লেগে যেতাম। আমরা শেষ বিচারের দিনটিকে অস্বীকার করতাম, এভাবে একদিন মৃত্যু আমাদের সামনে এসে গেল। (সূরা মুদ্দাসসির : ৪২-৪৭) হযরত আহনাফ এভাবে কুরআনে আঁকা এক একে অনেক দলের লোকদের চেহারার সাথে নিজেকে মেলাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু মিলল না। শেষের গ্রুপের সাথেও মিলল না। শেষ গ্রুপের ব্যাপারে তো তিনি বলেই ফেললেন, আয় আল্লাহ! এ ধরনের লোকদের ওপর তো আমি খুবই

অসন্তুষ্ট। আমি এদের ব্যাপারে তোমার আশ্রয় চাই। এ ধরনের লোকদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তিনি যেমন নিজের ঈমানের ব্যাপারে আস্থাশীল ছিলেন, তেমনি গুনাহের ব্যাপারেও ছিলেন তিনি সমান সজাগ। কুরআনের পাতায় তাই তিনি এমন একটি চেহারা খুঁজে ফিরছিলেন, যাকে তিনি একান্ত নিজের বলে মনে করতে পারেন। তিনি মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার ক্ষমা ও দয়ার ব্যাপারেও ছিলেন গভীর বিশ্বাসী। তাই তিনি কুরআনের পাতায় খুঁজে ফিরছিলেন এমন এক চেহারার, যেখানে তিনি পাবেন ভালো-মন্দ মেশানো মানুষের প্রতিচ্ছবি। তিনি গভীর মনোযোগের সাথে আবার গবেষণায় লেগে গেলেন। তিনি পেলেন এমন একদল মানুষের বর্ণনা, যাঁদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, “হ্যাঁ! এমন ধরনের কিছু লোকও আছে, যারা নিজেদের গুনাহ স্বীকার করে। এরা ভালো-মন্দ মিশিয়ে কাজ-কর্ম করে, কিছু ভালো কিছু মন্দ। আশা করা যায়, মহান আল্লাহ এদের ক্ষমা করে দেবেন। অবশ্যই আল্লাহতায়ালা বড়ই দয়ালু-ক্ষমাশীল।” (সূরা আত তওবা ১০২) হযরত আহনাফ ইবনে কায়েস এ আয়াতের সাথে নিজের অবস্থাকে ভালোভাবে বুঝতে চাইলেন, মেলাতে চাইলেন তাঁর জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ের সাথে। যখন হুবহু মিল খুঁজে পেলেন, বললেন, হ্যাঁ! এতক্ষণ পর আমি আমাকে উদ্ধার করেছি। আমি আমার গুনাহের কথা অকপটে স্বীকার করি, আমি যা কিছু ভালো কাজ করি তাও আমি অস্বীকার করি না। এটা যে মহান আল্লাহর একান্ত মেহেরবানি তা-ও আমি জানি। আমি মহান আল্লাহর দয়া ও রহমত থেকে নিরাশ নই। কেননা এই কুরআনেরই আরেক স্থানে বলা হচ্ছে : “আল্লাহর দয়া ও রহমত থেকে তারাই নিরাশ হয়, যারা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট।” (সূরা আল হিজর : ৫৬) হযরত আহনাফ কুরআনের মর্ম অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বুঝার পর নীরবে বলে উঠলেন, হে মালিক-তুমি মহান, তোমার কুরআন মহান, সত্যিই তোমার এই কুরআনে দুনিয়ার জ্ঞানী-গুণী, পাপী-তাপী, ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন সবার কথাই আছে। তোমার কুরআন সত্যিই অনুপম, সুন্দর। পাক-ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন শায়েখ সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ) তার এক রচনায় হযরত আহনাফ ইবনে কায়েসের এ ঐতিহাসিক গল্পটি বর্ণনা করেছেন। আসুন, আমরাও প্রত্যেকে খুঁজে ফিরি কুরআনে

বর্ণিত দল-উপদলের সাথে আমাদের চরিত্রের। বুঝে নিই আমাদের প্রত্যেককে স্ব স্ব চরিত্র, কুরআনের সাথে হুবহু মেলানোর তৌফিক দান করুন আমিন। খুব সহজেই কুরআনের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বারবার বলেছেন (আল-কামার ৫৪: ১৭, ২২, ৩২, ৪০) "আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্য। অতএব, কোনো চিন্তাশীল আছে কি?" (অনুবাদ : মুহিউদ্দীন খান) কুরআনের এই আয়াতটি পড়ার পর আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যাদের মাতৃভাষা আরবি নয় তাদের জন্য কুরআন বুঝা কেমন করে সহজ হতে পারে? তার মানে আল্লাহর এই বাণীতে এমন কোনো ইঙ্গিত লুকিয়ে রয়েছে যা আমরা বুঝতে ব্যর্থ হচ্ছি। ভারতের ভূ-পদার্থবিদ এবং বিশিষ্ট কুরআন বিশেষজ্ঞ ড. আব্দুল আজিজ আব্দুর রহীম দীর্ঘ ২০ বছর গবেষণা করে কুরআন শিক্ষার যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রণয়ন করেছেন তার মাধ্যমে যে কোনো সাধারণ মুসলিমের পক্ষে খুব সহজেই কুরআনের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব। ভারতের হায়দ্রাবাদ শহরে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন 'আন্ডারস্ট্যান্ড কুরআন একাডেমি'। কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যা হলো প্রায় ৭৮,০০০। ড. আব্দুল আজিজ গবেষণা করে দেখেছেন, আমরা নিয়ত থেকে শুরু করে নামাজের মধ্যে যেসব দোয়া-দরুদ, সূরা ফাতিহাসহ কুরআনের শেষ পারার ছোট ছোট সূরা এবং কুরআনের সুপরিচিত আয়াত হামেশা তেলাওয়াত করি, তাতে যতগুলো শব্দ রয়েছে সেগুলো কুরআনে ৫৫,০০০ বার এসেছে, যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার ৭০ শতাংশ। কুরআনের মোট মৌলিক শব্দের সংখ্যা হচ্ছে প্রায় ১৮৫০। ড. আব্দুল আজিজের হিসাব মতে মাত্র ২৫০টি মৌলিক শব্দ শিখতে পারলেই কুরআনের ৭০ শতাংশ শব্দ জানা হয়ে যায়। সবচেয়ে আনন্দের কথা হলো, নামাজের প্রয়োজনীয় দোয়া ও সূরা পড়তে গিয়ে আমরা প্রায় ৫০টি বাক্য তেলাওয়াত করি, যার মধ্যে রয়েছে আনুমানিক ১৫০ থেকে ২০০টি শব্দ। কেবল এই বাক্যগুলো বোঝার চেষ্টা করলেই বাড়তি কোনো পরিশ্রম ছাড়া আরবি ভাষার কাঠামো সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে। ড. আব্দুল আজিজ হিসাব কষে দেখিয়েছেন, মনোযোগ ও আন্তরিকতার সাথে তার পদ্ধতি অনুসরণ করলে মাত্র ২০০ ঘণ্টার মধ্যে পুরো কুরআনের অর্থ আয়ত্তে আনা যায়। কেউ যদি সপ্তাহে কুরআন শিক্ষার জন্য মাত্র

৪ ঘণ্টা করে সময় বের করতে পারেন তাহলে এক বছরের মধ্যে এই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। কুরআন তেলাওয়াত করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি নাজিল হয় (মুসলিম শরিফ ১১৬৭)। রাসূল (সা) বলেছেন, তোমাদের প্রতি আমি দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি, তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত এ দু'টি জিনিস অাঁকড়ে ধরে রাখবে। এ দু'টি জিনিস হলো, আল্লাহর কিতাব (কুরআন) এবং আমার সুন্নাহ। (আবু দাউদ ৪৫৩৩) আল কুরআন অনুধাবন করলে জাতি যেসব সুবিধা লাভ করতে পারে মুসলিম হিসেবে সমাজের অধিকাংশ মানুষ যদি আল কুরআন অনুধাবন করতো তবে তাদের মধ্যে এমন কতিপয় গুণাবলি অর্জিত হতো, যাতে তারা সৎ মানুষে পরিণত হতে পারতো। সুতরাং কুরআন অনুধাবন করা মানুষের সংখ্যা যত বাড়বে সমাজ তত সুখী ও সমৃদ্ধ হবে। কুরআন অনুধাবনের মাধ্যমে সামাজিক যেসব উন্নয়ন সম্ভব তার কতিপয় দিক হলো : ১. মৌলিক সৎ গুণাবলি সম্পন্ন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে;

২. মৌলিক দোষ-ত্রুটি সম্পন্ন মানুষের সংখ্যা কমে আসবে।

৩. মদ, জুয়া, খুন, রাহাজানি, ছিনতাই ও ধর্ষণের মত ভয়াবহ অন্যায় সমাজ থেকে হ্রাস পাবে।

৪. সমাজে সৎ ও ভালো ব্যবসায়ীর সংখ্যা বাড়বে, ফলে ভোক্তাগণ বিভিন্ন ধরনের ভেজাল, ওজনে কম দেয়া, মুনাফাখোরি, চোরাকারবারি, প্রতারণা ইত্যাদি থেকে অনেকাংশে মুক্তি পাবে।

৫. সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জেঁকে বসা দুর্নীতি ও ঘুষ থেকে মানুষ পরিত্রাণ পাবে। অফিস-আদালতে যে হয়রানি হচ্ছে সাধারণ মানুষ তা থেকে অনেকাংশে পরিত্রাণ পাবে।

৬. অসৎ টেন্ডারবাজির কারণে মানুষ আজ সরকারি যেসব সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তা অনেকাংশে হ্রাস পাবে এবং জনগণ উপকৃত হবে।

৭. রাজনীতির নামে আমাদের দেশে যেসব অনাচার এবং জনগণের অর্থ লুণ্ঠনের মহোৎসব চলে আসছে তা হ্রাস পাবে, ফলে জনগণ লাভবান হবে।

৮. সমাজ থেকে ভেজাল ও প্রতারণা কমলে মানুষের খাদ্যের মান উন্নত হবে, দেশের মানুষ সুস্বাস্থ্যবান ও কর্মক্ষম হবে, গড় আয়ু বৃদ্ধি পাবে।

৯. দুর্নীতি কমলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন আরো বেগবান হবে।

১০. মানুষের মধ্যে সামাজিক শান্তি ফিরে এলে তাদের হতাশা হ্রাস পাবে, ফলে তা মানুষকে আরো বেশি আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে, সমাজ থেকে আত্মহত্যার পরিমাণ হ্রাস পাবে।

১১. শুধু মুসলিমরাই নয়, যদি কোন অমুসলমানও কুরআনের পার্থিব শৃঙ্খলা সম্পর্কিত নির্দেশনা মেনে চলে তবে তারাও এর কল্যাণ ও শান্তি ভোগ করবে।

কুরআন অনুধাবনে আমাদের করণীয় আমরা সমাজের একজন মুসলিম নাগরিক হিসেবে, যার যার অবস্থান থেকে বাংলা ভাষায় কুরআন অনুধাবনের ক্ষেত্রে কী করতে পারি সে বিষয়ে কতিপয় সুপারিশমালা পেশ করা হলো। ১. দেশের শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিটি ধারায় (সাধারণ, ইংরেজি মাধ্যম, কারিগরি ও মাদরাসা) প্রথম শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত কমপক্ষে ১০০ নম্বরের আল-কুরআন শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা এবং তাতে কুরআন পড়তে শেখা ও বুঝতে শেখার মত প্রয়োজনীয় বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করা; ২. সরকারিভাবে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে প্রত্যেক জুমার মসজিদে বড়দের জন্য কুরআন পড়া ও অনুধাবনের জন্য স্বল্পমেয়াদি প্রোগ্রাম চালু করা; ৩. বাংলাদেশের হিফজ মাদরাসাসমূহে কুরআন মুখস্থের পাশাপাশি ন্যূনতম কুরআন বুঝার মত কতিপয় কুরআনিক শব্দার্থ ও মৌলিক প্রয়োজনীয় আয়াতগুলোর অর্থ শেখানোর ব্যবস্থা চালু করা; ৪. দেশের কওমি মাদরাসাগুলোতে এবতেদায়ি প্রথম শ্রেণি থেকে ন্যূনতম শরহে বেকায়া শ্রেণি পর্যন্ত ১০০ নম্বরের বাংলাভাষা চালু করা। ভালো বাংলা বুঝতে পারলে তা কুরআন অনুধাবনে সহায়তা করবে। ৫. কুরআন অনুধাবনের মাধ্যমে ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণের বিভিন্ন দিক দেশের প্রচার মিডিয়ায় ইতিবাচকভাবে প্রচার করা; ৬. কুরআন পড়ি ও কুরআন বুঝি শ্লোগানে দেশকে মুখরিত করা; ৭. পরিবারের একজন সদস্যও যদি এমন থাকেন যিনি কুরআন পড়তে ও বাংলা অর্থ পড়ে বুঝতে পারেন তিনি প্রতিদিন অন্যদের নিয়ে আধা ঘণ্টার

এমন একটি বৈঠক করা যেখানে ২/৩টি আয়াত পড়ে তার বাংলা অর্থ সকলকে বুঝিয়ে দেয়া যায়; ৮. সহজ ভাষায় সংক্ষিপ্ত আকারে তাফসির লেখা ও প্রকাশ করার চেষ্টা করা, মানুষের পকেটে বহনযোগ্য স্ব-স্ব তাফসির মুদ্রণ ও প্রচারের ব্যবস্থা করা; ৯. মসজিদের ইমাম সাহেবদের কুরআনকেন্দ্রিক ধারাবাহিক আলোচনার আয়োজন করা, জুমার খুতবার মাধ্যমে কুরআনের ব্যাখ্যা যথাযথভাবে তুলে ধরা; ১০. প্রত্যেকটি জুমার মসজিদে একটি করে তাক রাখা এবং তাতে কুরআনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সংবলিত পর্যাপ্ত তাফসির রাখার ব্যবস্থা করা; ১১. কুরআনের ব্যাপারে যারা আন্তরিক তাদেরকে কুরআনের যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেদেরকে অন্যের জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করা যাতে অন্যরা কুরআনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আল কুরআন প্রজ্ঞাময় ও হিকমাহপূর্ণ কুরআন হলো জ্ঞানের সর্বোচ্চ স্তরের উপলব্ধি যার জন্য রাসূল (সা)কে পাঠানো হয়েছে এবং এর ব্যবহারিক দিকের দয়া, রাহমাহ ও সৌন্দর্য আমরা রাসূল (সা) এর যুগ থেকে সোনালি যুগের ইতিহাসে দেখতে পাই। সুবহানাল্লাহ!! আল্লাহর এতো এতো দয়া (সূরা আর রাহমান ১-২) যে তিনি একে প্রজ্ঞাময় কুরআন (সূরা ইয়াসিন ২) করে দিয়ে আমাদের চিন্তার, গবেষণার (সূরা মুহাম্মাদ) এবং এর থেকে সর্বোচ্চ উপকারের বাণী নাজিল করেছেন। আর এ কুরআনের সর্বোচ্চ হিকমাহর উপকারিতা পাওয়ার জন্য আল্লাহ পথও দেখিয়ে দিয়েছেন চিন্তার লেভেলের বিভিন্ন মাধ্যমে। সেগুলো

১. তাজাক্কুর-চিন্তা-ভাবনা করা।

২. আকল খাটানো- সহজাত (ফিতরাত) সত্য-মিথ্যার পার্থক্য উপলব্ধি।

৩. ফিকর করা- চিন্তাকে আরো গভীরে নিয়ে যাওয়া।

৪. তাদাব্বুর করা- সর্বোচ্চ লেভেলের চিন্তা-গবেষণা করা যা প্রজ্ঞার কাছে নিয়ে যাবে। এভাবে সমস্ত কুরআন জুড়েই শত শত আয়াতের শেষেই পাবেন আল্লাহ বিভিন্ন চিন্তাসূচক শব্দের মাধ্যমে আমাদের চিন্তাধারাকে শাণিত করে উপলব্ধির জন্য আহবান জানাচ্ছেন। লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন তা'কিলুন, তাজাক্কারুন, তাফাক্কারুন শব্দগুলো প্রায় প্রত্যেক বড় বড় সূরাতেই আছে। "তারা কি কুরআন নিয়ে গবেষণা

করে না নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?" (সূরা মুহাম্মাদ : ৩৩) হজরত উমর (রা)-এর সূরা বাকারাহ শেষ করতে ৩ বছর লাগার কারণ কী? চিন্তা, ফিকির, গভীরতর চিন্তা ও গবেষণা এবং প্রাজ্ঞতার উপলব্ধির মাধ্যমে আমল। তাঁরা কুরআন বুঝতে এসেছিলেন আল্লাহর শর্তকে সামনে নিয়ে। এজন্য সেই যুগ সোনালি যুগ ছিল সর্বোচ্চ শান্তি ও উন্নতির যুগ। কুরআন থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করার বা বিমুখ হওয়ার পরিণতি: মানুষকে হেদায়েতের জন্য কুরআন মজিদের জ্ঞান ছাড়া শিক্ষা ছাড়া হেদায়েত ছাড়া অন্য কোন জ্ঞান কোন দিকনির্দেশনা নেই। দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত কুরআন থেকে আলো গ্রহণ করতে হবে, দিকনির্দেশনা গ্রহণ করতে হবে ও হেদায়েত গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে (সা) সম্বোধন করে বলছেন যে অবস্থায় থাকেন, যেখান থেকে পারেন, কুরআন পড়েন। কুরআনের মর্যাদা যদি আমরা বুঝতাম তাহলে বিশ্বের মুসলিমরা আজ লাঞ্ছিত হতাম না। আমরা কুরআন থেকে বিমুখ হয়ে পড়েছি। কুরআন থেকে যারা বিমুখ হয় তারা চারটি বিপদে পড়বে। তিনটি আখিরাতে আর একটি দুনিয়াতে। ১. রাসূল (সা) নিজে অভিযোগ পেশ বা নালিশ করবেন: কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থায় আল্লাহ তাআলার অনুমতিতে রাসূলুল্লাহ (সা) উম্মাতের জন্য শাফায়াত চাইবেন। কিন্তু যারা কুরআন শিক্ষা করেনি, কুরআনের যেসব হক রয়েছে তা আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন নবী (সা) তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ পেশ করবেন। কুরআনে এসেছে : "আর রাসূল বলবেন, হে আমার রব, নিশ্চয় আমার কওম এ কুরআনকে পরিত্যাজ্য গণ্য করেছে।' (সূরা আল-ফুরকান : ৩০) ইবন কাসীর বলেন, কুরআন না পড়া, তা অনুসারে আমল না করা, তা থেকে হেদায়েত গ্রহণ না করা, এ সবই কুরআন পরিত্যাগ করার শামিল। ২. কুরআন আমাদের বিপক্ষে দলিল হিসেবে আসবে : কুরআন শিক্ষা থেকে বিরত থাকার কারণে কুরআন তার বিপক্ষের দলিল হিসেবে উপস্থিত হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) এরশাদ করেছেন : "কুরআন তোমার পক্ষে কিংবা বিপক্ষের দলিল।" (সহীহ মুসলিম : ৩২৮) ৩. সরাসরি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরআনের ব্যাপারে প্রশ্ন করবেন: তোমাদের মধ্যে যে ৬০ বছর, ৭০ বছর, ৮০ বছর বয়স পেয়েছে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডিগ্রি লাভ করেছে এবং বিভিন্ন লেখকের বই পড়েছে

কিন্তু কুরআন কতটুকু পড়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "যারা কুরআনকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করেছে এবং তোমার প্রভুর শপথ আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করবো।" (সূরা আল হিজর : ৯১-৯২) ৪. কুরআন থেকে যে বিমুখ পৃথিবীতে তার জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ: আল্লাহ তায়ালা বলেন, "যে ব্যক্তি রহমানের জিকির বা কুরআন থেকে বিমুখ হয়ে জীবন যাপন করবে আমরা তার পেছনে নিয়োগ করে দেই একটা শয়তান, সে হয়ে যায় তার সঙ্গী। এই শয়তানেরাই মানুষকে বাধা দিয়ে রাখে আল্লাহর পথ থেকে। অথচ তারা মনে করে তারা সঠিক পথে আছে।" (সূরা আয্ যুখরুফ : ৩৬-৩৭) আমরা কুরআন থেকে বিমুখ কিনা সাতটি বিষয়ে পরীক্ষা করলে বুঝতে পারবো। কুরআনের শিক্ষা চর্চা: কুরআন নিয়ে সকাল-সন্ধ্যা সবসময় চর্চা বা গবেষণায় থাকতে হবে। হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা) বলেন- তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শিখে এবং অপরকে তা শিক্ষা দেয়। কুরআন তেলাওয়াতে চর্চা করা: কুরআন তেলাওয়াত আলাদা একটি ইবাদত। সবচেয়ে বড় জিকির হলো কুরআন তেলাওয়াত। আবু দাউদের সহীহ হাদিস, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাসূল (সা) কে প্রশ্ন করলেন আমাকে প্রতিদিন কতটুকু কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে। রাসূল (সা) বললেন, কমপক্ষে ১ মাসে ১ বার কুরআন খতম দিতে হবে। সে বলল, আমি তার চেয়ে কম সময়ে পারি তাহলে ২০ দিনে পড়, তার পর ৭ দিনে পড়, ৩ দিনে পড়। সাহাবায়ে কিরাম প্রতি সপ্তাহে একবার কুরআন খতম করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাজ্জুদের নামাজে প্রতি রাকাতে তিন পারা কুরআন তেলাওয়াত করতেন। সূরা বাকারায় ৫২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে "তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব।" কুরআন গবেষণার চর্চা করা: কুরআন নিয়ে গবেষণা করলে হেদায়েত পাওয়া যায়। দুনিয়ায় অনেক বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন কিন্তু কুরআন নিয়ে গবেষণা করা হয় না। কুরআন শুনার চর্চা করতে হবে: রাসূল (সা) প্রতি রমজানে একবার করে কুরআন শুনতেন এবং শুনাতেন এবং সাহাবীরাও তার করতেন। "যখন কুরআন তেলাওয়াত হয় তখন তোমরা মনোযোগসহ তা শোনো এবং চুপ থাক যাতে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়।" (সূরা আরাফ :

২০৪) কুরআনের পরিপূর্ণ বিধান জীবনে সকল ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের চর্চা করা: কুরআনের পরিপূর্ণ বিধান জীবনে সকল ক্ষেত্রে বাস্তবায়নে চেষ্টা করা, লেগে থাকা। বাস্তবায়নের চেষ্টা আমার মাঝে আছে কিনা চিন্তা করা। কুরআন দিয়ে দাওয়াত দেয়ার চর্চা করা: সকল নবী-রাসূল আল্লাহর বিধানের দাওয়াত দিয়েছেন। কুরআন দিয়ে চিকিৎসার চর্চা করা: তিরমিজির হাদিসে এসেছে, রাসূল (সা) একবার নামাজ পড়ছিলেন এমন সময় হাতের আঙ্গুলে বিচ্ছু কামড় দিল, তখন বাটিতে পানি আনলেন এবং লবণ দিলেন তা সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে হাত পানিতে দিলে তিনি সুস্থ হলেন। সমাপনী পবিত্র কুরআন হচ্ছে আল্লাহর এক মহা-নেয়ামত, ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্বের একমাত্র সহায়ক হাতিয়ার, ভয় ও দুশ্চিন্তা দূর করার মাধ্যম, স্রষ্টার সান্নিধ্য ও নৈকট্য লাভের একমাত্র পথ, মুত্তাকিদের জন্য পথপ্রদর্শক, পথের দিশা, পুঞ্জীভূত সম্পদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ সম্পদ, রোগাক্রান্ত অন্তরের আরোগ্যকারী, শয়তানের বিরুদ্ধে সবচাইতে শক্তিশালী মিত্র, ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্যকারী। বদিউজ্জামান সাইদ নুরসী বলেন, ও I will demonstrate and prove to the world that the Qur’an is an undying and inextinguishable sun.” কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন, কুরআন হাদিস রহিল পড়িয়া, দৃষ্টি দিলে না তাই মুসলিম ব’লে কর ফখর! মোনাফেক তুমি সেরা বে-দীন! ইসলামে যারা করে জবেহ্, অন্য জায়গায় কবি বলেন, শক্তি সিন্ধু মাঝে রহি হায় শক্তি পেল না যে, মরিবার বহু পূর্বে জানিও মরিয়া গিয়াছে সে। তুমি তাহাদেরি হও তাবে। তুমি জুতো-বওয়া তারি অধীন।

কুরআন তেলোয়াতকারীর ফজিলত

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইসলামী আইন-কানূন সংক্রান্ত সকল বিষয়ে পবিত্র কুরআনই চূড়ান্ত দলীল হিসাবে গৃহীত। এতেই মানবজাতির ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের সকল অত্যাবশ্যকীয় বিষয় ও ঘটনার বিবরণ রয়েছে। কুরআন আল্লাহর কিতাব। এর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা ইবাদত। এটি মানুষের যাবতীয় কল্যাণের উৎস। তার থেকে দূরে সরে যাওয়ার মাধ্যমেই মানুষ অকল্যাণে নিপতিত হয়। কুরআনের মাধ্যমে বিবিধ কল্যাণের দ্বার উন্মোচিত হয়, যা একজন ব্যক্তিকে ক্রমাগত আরও কিছু অনুসন্ধান করার পথ দেখায়, যাতে সে এর মাধ্যমে উভয় জাহানে সম্মানিত হয়। আর কুরআন তেলাওয়াতকারীর উপর কল্যাণ বর্ষিত হয়। কেননা পবিত্র কুরআন পঠিত কোন সাধারণ বইয়ের মতো নয়। এটি বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহর পবিত্র বাণী। যা তিনি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নিকট গোটা মানবজাতির হেদায়াতের জন্য নাযিল করেছেন। যেন এর মাধ্যমে তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে পরিচালিত করেন। তাই নিম্নে পবিত্র কুরআন মাজীদ তেলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফযীলত সমূহ সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাতের প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।-

(১) কুরআন তেলাওয়াতকারী মুমিন মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতম : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিভিন্ন সময় ছাহাবায়ে কেরামকে নানা উদাহরণের মাধ্যমে দ্বীন শিক্ষা দিতেন। যেমনটি তিনি অন্যান্য মুমিনের চাইতে কুরআন তেলাওয়াতকারী মুমিনের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনার সময় শিক্ষা দিয়েছিলেন। আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الأُتْرُجَّةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ لاَ رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِى لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُر- ‘যে মুমিন কুরআন তেলাওয়াত করে, সে হ’ল উৎরুজ্জা ফলের (কমলালেবুর) ন্যায়। ফলটি সুগন্ধিযুক্ত এবং স্বাদও উত্তম। আর যে মুমিন কুরআন তেলাওয়াত করে না, তার উদাহরণ হ’ল খেজুরের ন্যায়। যার ঘ্রাণ নেই কিন্তু সুস্বাদু।

আর যে মুনাফিক কুরআন তেলাওয়াত করে, সে হ'ল রায়হানা (লতানো) ফুলের ন্যায়। যা সুগন্ধিযুক্ত, কিন্তু স্বাদ তিক্ত। যে মুনাফিক কুরআন তেলাওয়াত করে না, সে হ'ল মাকাল (লতানো লেবুজাতীয় তিক্ত) ফলের ন্যায়। যার ঘ্রাণ নেই এবং স্বাদও তিক্ত'।[11]

(২) কুরআন তেলাওয়াতকারীর দুনিয়াবী মর্যাদা :

কুরআনের জ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তির মর্যাদা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে বৃদ্ধি পায়। নাফে' বিন আব্দুল হারিছ (রাঃ) উসফান নামক স্থানে ওমর (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য গেলেন। ওমর (রাঃ) তাকে কর্মকর্তা হিসাবে মক্কায় নিযুক্ত করেছিলেন। অতঃপর তিনি নাফে'কে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি মক্কা ও ত্বায়েফের উপত্যকাবাসীদের জন্য কাকে তোমার প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছ? তিনি বললেন, ইবনু আবযাকে। ওমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ ইবনু আবযা? তিনি বললেন, আমাদের আযাদকৃত গোলামদের একজন। ওমর (রাঃ) বললেন, فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى؟ 'তুমি একজন ক্রীতদাসকে তাদের জন্য তোমার স্থলাভিষিক্ত করেছ?' নাফে' বললেন, إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ، قَاضٍ، 'তিনি মহান আল্লাহর কিতাবের একজন বিজ্ঞ আলেম, ফারায়েয শাস্ত্রেও অভিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ বিচারক'। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, তোমাদের নবী (ছাঃ) যথার্থই বলেছেন, إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِيْنَ- 'এই কিতাবের অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ অনেক জাতিকে মর্যাদায় উন্নীত করেন এবং কুরআন পরিত্যাগকারীদের অবনত করেন'।[12]

উক্ত হাদীছ থেকে প্রমাণিত হ'ল যে, আল্লাহ প্রেরিত কুরআনের উপর ঈমান ও আমলের বদৌলতে মানুষ উচ্চমর্যাদা লাভ করতে পারে। আর কুরআন বিমুখ হ'লে মানুষ উভয় জগতে হবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত।

(৩) প্রতি হরফে দশ নেকী :

পৃথিবীর বুকে এমন কোন গ্রন্থ, মহাগ্রন্থ, ধর্মগ্রন্থ অথবা বিশ্বকোষ নেই, যার একটি হরফ বা বর্ণ পাঠ করলে ১০টি নেকী হয়, কেবল কুরআন মাজীদ ব্যতীত। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِّنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لاَ أَقُولُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلاَمٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ- 'যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব (কুরআন) থেকে একটি হরফ পাঠ করল তার একটি ছওয়াব হ'ল। আর একটি ছওয়াবের পরিমাণ হয় দশ গুণ। আমি বলছি না যে, আলিফ-লাম-মীম (তিনটি বর্ণ মিলে) একটি হয়ফ। বরং আলিফ একটি হরফ বা বর্ণ, লাম একটি বর্ণ এবং মীম একটি বর্ণ'।[13] উক্ত হাদীছ থেকে প্রমাণিত হ'ল যে, কুরআন মাজীদ তেলাওয়াতের উচ্চ মর্যাদা রয়েছে। যার ফলে কুরআন থেকে একটি বর্ণ তেলাওয়াত করলে মহান আল্লাহ তাকে দশটি ছওয়াব প্রদান করেন।

(৪) একটি আয়াত তেলাওয়াতের ফযীলত :

প্রতিদিন মসজিদে গিয়ে কুরআনের ১টি বা দু'টি মাত্র আয়াত শিখলে বহু নেকী লাভ হয়। যেমন উক্ববা বিন আমের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَّغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ فَيَأْتِىَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ فِى غَيْرِ إِثْمٍ وَلاَ قَطْعِ رَحِمٍ؟ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ نُحِبُّ ذَلِكَ، قَالَ : أَفَلاَ يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمَ أَوْ يَقْرَأَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلاَثٌ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ ثَلاَثٍ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ أَرْبَعٍ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الإِبِلِ- 'তোমাদের মধ্যে কেউ কি এমন পসন্দ করে যে, সে প্রতিদিন সকালে মদীনার 'বুতহান' কিংবা মক্কার 'আক্বীক্ব' নামক স্থানে যাবে এবং সেখান থেকে কোন অন্যায় না করে কিংবা কোন প্রকার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন না করে বড় বড় কুঁজবিশিষ্ট দু'টি উষ্ট্রী নিয়ে আসবে? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! অবশ্যই আমরা তা পসন্দ করি। তিনি বললেন, যে ব্যক্তি সকালে মসজিদে গিয়ে আল্লাহর কিতাবের দু'টি আয়াত শিখে অথবা তেলাওয়াত করে, যা তার জন্য দু'টি উটনীর চেয়ে

উত্তম। আর তিন আয়াত তার জন্য তিনটি উটনীর চেয়ে উত্তম এবং চার আয়াত চারটি উটনীর চেয়ে উত্তম। এমনিভাবে যত আয়াত তেলাওয়াত করবে, সেগুলি তত উটনীর চাইতে উত্তম হবে'।[14] উপরোক্ত হাদীছ থেকে প্রমাণিত হ'ল যে, কুরআন মাজীদের প্রত্যেক আয়াত তেলাওয়াতকারীকে আল্লাহ এভাবে বিশাল প্রতিদান দিবেন।

উল্লেখ্য যে, 'বুতহান' নামক স্থানটি মদীনা থেকে সড়কপথে ১৮.৫ কি.মি. দূরবর্তী একটি উপত্যকা। আর 'আক্বীক্ব' ত্বায়েফের নিকটবর্তী একটি স্থান। যা ইরাকবাসীদের হজ্জের মীক্বাত; মক্কা থেকে উত্তর দিকে 'যাতু 'ইর্ক্ব'-এর সন্নিকটে 'আক্বীক্ব' মক্কা থেকে ৮৩.৩ কি.মি. দূরে অবস্থিত।

(৫) আসমান ও যমীনে উচ্চসম্মান অর্জন :

কুরআন নিঃসন্দেহে ইহকাল ও পরকালের উচ্চসম্মান অর্জনের সোপান। ফলে কুরআন তেলাওয়াতকারীর সুনাম আসমানে ও যমীনে ছড়িয়ে পড়ে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, عَلَيْكَ بِتِلاَوَةِ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ نُوْرٌ لَّكَ فِي الْأَرْضِ وَذُخْرٌ لَّكَ فِي السَّمَاءِ- 'কুরআন তেলাওয়াতকে তুমি আবশ্যক করে নাও। কেননা এটি তোমার জন্য যমীনে আলোকবর্তিকা ও আসমানে ধনভান্ডার স্বরূপ'।[15]

অতএব যে ব্যক্তি স্বীয় হৃদয়কে কুরআনের দিকে ও আল্লাহর দিকে পরিচালিত করবে, মহান আল্লাহ তাকে ইহকালে ও পরকালে সর্বোচ্চ মর্যাদাবান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবেন। সেকারণ তেলাওয়াতকারীর কর্তৃত্ব ও প্রভাব তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও সবদিকে বিস্তৃত হয়। সুতরাং কুরআনের সাথে সংশ্লিষ্টতার কারণে সে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে এবং তাঁর সৃষ্টির কাছে মহা সম্মানিত হয়।

(৬) গাফেলদের তালিকা থেকে মুক্তি :

নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াতে ঈমান মযবূত হয়। অন্তরের মরীচা বিদূরিত হয়। এমনকি উদাসীনতার কুহক থেকে মুক্ত হয়ে সোচ্চার ও শক্তিশালী মুমিনে রূপান্তরিত হওয়া যায়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন,... وَمَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ مِائَةَ آيَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ أَوْ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِين -'...আর যে ব্যক্তি রাতে একশ'টি আয়াত তেলাওয়াত করবে, গাফেলদের তালিকায় তার নাম লেখা হবে না অথবা তার নাম বিনয়ীদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হবে'।[16]

(৭) তেলাওয়াতকারীর পাপ সমূহ নেকীতে পরিবর্তিত হয় : পৃথিবীর বুকে এমন কোন গ্রন্থ নেই, যা পাঠ করলে পাপসমূহ ক্ষমা করা হয় এবং তাদের কৃত পাপসমূহ নেকীতে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করলে আল্লাহ তাকে যাবতীয় গোনাহ থেকে মুক্ত করবেন। কেননা আল্লাহকে স্মরণের অন্যতম মাধ্যম হ'ল কুরআন নিয়ে আলোচনা করা। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ عَلَى ذِكْرٍ فَتَفَرَّقُوْا عَنْهُ إِلاَّ قِيْلَ لَهُمْ : قُوْمُوْا مَغْفُوراً لَّكُمْ، قَدْ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ- 'যখন কোন জনসমষ্টি আল্লাহকে স্মরণের উদ্দেশ্যে একত্রিত হয় অতঃপর পৃথক হয়, তখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা পাপ থেকে ক্ষমাকৃত অবস্থায় দন্ডায়মান হও। কেননা তোমাদের পাপকে পুণ্য দিয়ে পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে'।[17]

(৮) ঈমানী জ্যোতির বিকিরণ :

জুম'আর দিন সূরা কাহ্‌ফ তেলাওয়াত করলে এক জুম'আ থেকে পরবর্তী জুম'আ পর্যন্ত তার ঈমান শাণিত থাকে এবং এ সময়ের যাবতীয় ফিৎনা থেকে আল্লাহ তাকে হেফাযত করেন। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, من قَرَأَ سُورَة الْكَهْف فِي يَوْم الْجُمُعَة أَضَاء لَهُ النُّور مَا بَيْنَ الْجُمْعَتَيْنِ- 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিন সূরা

কাহফ তেলাওয়াত করে, তার ঈমানী জ্যোতির বিকিরণ থাকবে এক জুম‘আ থেকে পরবর্তী জুম‘আ পর্যন্ত’।[18]

(৯) প্রশান্তি অবতরণ : কুরআনে আছে শান্তির বার্তা। আছে রহমত প্রাপ্তির দিশা। যেমন বারা বিন আযেব (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْكَهْفِ وَإِلَى جَانِبِهِ حِصَانٌ مَرْبُوْطٌ بِشَطَنَيْنِ فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدْنُو وَتَدْنُو وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ تِلْكَ السَّكِيْنَةُ تَنَزَّلَتْ بِالْقُرْآنِ- ‘জনৈক ব্যক্তি সূরা কাহফ তেলাওয়াত করছিল এবং তার পাশে তার ঘোড়া রশি দ্বারা বাঁধা ছিল। এমন সময় একখন্ড মেঘমালা তাকে আচ্ছন্ন করল এবং তার নিকটবর্তী হ’তে লাগল। তখন তার ঘোড়া লাফাতে লাগল। অতঃপর সে ব্যক্তি সকালে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করল। তখন তিনি বললেন, তা ছিল আল্লাহর বিশেষ রহমত ও প্রশান্তি, যা কুরআন তেলাওয়াতের কারণে নেমে এসেছিল’।[19] উল্লেখিত হাদীছ থেকে বুঝা গেল যে, কুরআন তেলাওয়াত করলে আল্লাহর বিশেষ রহমত ও প্রশান্তি নাযিল হয়। ফেরেশতারা কুরআন তেলাওয়াত শোনার জন্য দল বেঁধে দুনিয়ায় নেমে আসেন।

আল্লাহর নৈকট্য অর্জন

প্রত্যেক কর্মী তার কর্মের বিনিময় পেয়ে থাকে। প্রত্যেক অধস্তন দায়িত্বশীল তার দায়িত্বের জন্য ঊর্ধ্বতনের কাছে দো‘আ, পারিতোষিক পেয়ে থাকেন। ঠিক অনুরূপভাবে মহান আল্লাহ কুরআন তেলাওয়াতকারীদের জন্য তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতাদের নিকট বিশেষভাবে আলোচনা করেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِى بَيْتٍ مِّنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ- ‘আর যখন কোন জনসমষ্টি আল্লাহর ঘরসমূহের মধ্যকার কোন

ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করে এবং পরস্পর তা থেকে শিক্ষা অর্জন করে, তখন ফেরেশতারা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখে, তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয়, দয়া ও অনুগ্রহ তাদের আবৃত করে রাখে এবং আল্লাহর নৈকট্যশীল ফেরেশতাদের সাথে তাদের বিষয়ে আলোচনা করেন। যার আমল তাকে পিছিয়ে দেবে বংশমর্যাদা তাকে এগিয়ে দিতে পারবে না'।[20]

কুরআনের বাহক জাহান্নামে যাবেনা

কুরআনের ধারক-পাঠক জাহান্নামে দগ্ধীভূত হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اِقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلاَ تغُرَّنَّكُمْ هَذِهِ الْمَصَاحِفُ الْمُعَلَّقَةُ، فَإِنَّ اللهَ لَنْ يُّعَذِّبَ قَلْبًا وَعَى الْقُرْآنَ- 'তোমরা কুরআন পাঠ কর। আর বাড়ীতে সংরক্ষিত কুরআন যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে। কেননা আল্লাহ ঐ অন্তরকে কখনোই শাস্তি দিবেন না, যা কুরআনের সংরক্ষক'।[21] তিনি আরো বলেন, مَنْ أَحَبَّ الْقُرْآنَ فَلْيُبْشِر- 'যে ব্যক্তি কুরআনকে ভালবাসে, সে যেন আনন্দিত হয়'।[22]

তেলোয়াতে সেজদাহের বিনিময়

পবিত্র কুরআনে ১৫টি সিজদার আয়াত আছে। যেগুলো পাঠ করলে সিজদা করতে হয়। এ সিজদার অনেক ফযীলত রয়েছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِى يَقُولُ يَا وَيْلَهُ، وَفِى رِوَايَةِ: يَا وَيْلِى أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِىَ النَّار- 'আদম সন্তান যখন সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে সিজদায় করে, তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে দূরে সরে পড়ে এবং বলতে থাকে হায়, দুর্ভাগ্য! অন্য বর্ণনায় রয়েছে হায়, আমার দুর্ভাগ্য! আদম সন্তান সিজদার জন্য আদিষ্ট হ'ল। অতঃপর সে সিজদা করল

এবং এর বিনিময়ে সে জান্নাত পেল। আর আমাকে সিজদার আদেশ করা হ’ল, কিন্তু আমি তা অস্বীকার করলাম, ফলে আমার জন্য জাহান্নাম অবধারিত হ’ল’।[23]

সম্মানিত লেখক ফেরেশতাদের মর্যাদা লাভ

দক্ষ তেলাওয়াতকারী ও অদক্ষ তেলাওয়াতকারীর ভিন্ন ভিন্ন ফযীলত হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ- ‘কুরআনে দক্ষ ব্যক্তি সম্মানিত পুণ্যবান লিপিকার ফেরেশতাদের সঙ্গে থাকবেন। আর যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করে, কিন্তু আটকে যায় এবং তার জন্য তেলাওয়াত কষ্টকর হয়, তবে তার জন্য দ্বিগুণ নেকী রয়েছে’।[24]

এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হ’ল যে, যারা দক্ষতার সাথে কুরআন তেলাওয়াত করতে সক্ষম তারা আমল লিপিবদ্ধকারী সম্মানিত ফেরেশতাদের সাথে জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা অর্জন করবেন।

কুরআন শাফায়াতকারী

পবিত্র কুরআন ক্বিয়ামতের দিন তার তেলাওয়াতকারীর জন্য আল্লাহর নিকট শাফা‘আত করবে। আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اِقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اِقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اِقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلاَ تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ- ‘তোমরা কুরআন তেলাওয়াত কর। কেননা ক্বিয়ামতের দিন তেলাওয়াতকারীদের জন্য তা শাফা‘আতকারী হিসাবে আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবে।

আর তোমরা আলোকোজ্জ্বল দুই সূরা বাক্বারাহ ও আলে ইমরান তেলাওয়াত কর। কেননা এ দু’টি ক্বিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে ছায়া দানকারী মেঘখন্ড সদৃশ ‘গামামা’ কিংবা ‘গায়ায়া’ অথবা ডানা প্রসারকারী পাখীর দু’টি ঝাঁকের ন্যায় একত্রিত হয়ে। তারা তেলাওয়াতকারীদের পক্ষে যুক্তি পেশ করবে। তোমরা সূরা বাক্বারাহ তেলাওয়াত কর। কেননা এটি তেলাওয়াতে বরকত রয়েছে এবং তা বর্জন করা আফসোসের কারণ। আর বাতিলপন্থী অলস লোকেরা এই আমল করতে সক্ষম নয়’।[25]

নাউয়াস বিন সাম‘আন (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ، وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثَلاَثَةَ أَمْثَالٍ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ، قَالَ : كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ أَوْ كَأَنَّهُمَا حِزْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا- ‘ক্বিয়ামতের দিন কুরআন ও তদনুযায়ী যারা আমল করেছে তাদের উপস্থিত করা হবে। আর সূরা বাক্বারাহ ও আলে ইমরান তার সামনে পেশ করা হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ সূরা দু’টির জন্য তিনটি উদাহরণ পেশ করেছেন, যেগুলি আমি এখনও ভুলিনি। তিনি বলেন, সে দু’টি (১) মেঘখন্ডের ন্যায় (২) দু’টি কালো শামিয়ানার ন্যায়। যার মাঝে আলোকবর্তিকা রয়েছে (৩) সে দু’টি যেন ডানা বিস্তারকারী সারিবদ্ধ পাখীর দু’টি ঝাঁক। যারা তেলাওয়াত কারীদের পক্ষে দৃঢ়ভাবে যুক্তি উপস্থাপন করবে’।[26]

কুরআন তেলোয়াত করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন

ছিয়াম ও কুরআন মানুষকে সর্বদা নেকীর কাজে মশগূল রাখে। তাই ছিয়াম ও কুরআন বিশেষভাবে আল্লাহর নিকট ছায়েম ও কুরআন তেলাওয়াতকারীর জন্য ক্বিয়ামতের দিন শাফা‘আত করবে। যেমন আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيْهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ قَالَ فَيُشَفَّعَانِ-

‘ছিয়াম ও কুরআন ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট শাফা‘আত করবে। ছিয়াম বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি তাকে দিনের বেলায় খানা-পিনা ও প্রবৃত্তি পরায়ণতা হ’তে বিরত রেখেছিলাম। অতএব তার ব্যাপারে তুমি আমার শাফা‘আত কবুল কর। অন্যদিকে কুরআন বলবে, আমি তাকে রাতের বেলা ঘুম থেকে বিরত রেখেছিলাম। অতএব তার ব্যাপারে তুমি আমার শাফা‘আত কবুল কর। রাসূল (ছাঃ) বলেন, অতঃপর তাদের উভয়ের শাফা‘আত কবুল করা হবে’।[27]

(১৬) জান্নাতে সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ :

কুরআন মাজীদ তেলাওয়াতকারীর জন্য জান্নাতে সবের্বাচ মর্যাদা রয়েছে। কুরআনের পাঠক আয়াতসমূহ মুখস্থ রাখার সংখ্যা বরাবর জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করবেন। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِى الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا- ‘কুরআন অধ্যয়নকারীকে বলা হবে, কুরআন তেলাওয়াত কর এবং উপরে উঠতে থাকো। দুনিয়ায় তুমি যেভাবে ধীরে-সুস্থে তেলাওয়াত করতে, সেভাবে তেলাওয়াত করো। কেননা তেলাওয়াতের শেষ আয়াত সংখ্যায় জান্নাতে তোমার বাসস্থান হবে’।[28]

কুরআন মুখস্থ করার মর্যাদা

পবিত্র কুরআন মুখস্থ করা ও সেটা সংরক্ষিত রাখা চূড়ান্ত ধৈর্য ও সর্বোচ্চ স্মৃতিশক্তির কাজ। এই অসাধ্য সাধনকারীদের বিশেষ মর্যাদা সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَثَلُ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهْوَ حَافِظٌ لَّهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ، وَمَثَلُ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهْوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهْوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَانِ- ‘কুরআনের হাফেয ও তেলাওয়াতকারীগণ সম্মানিত লেখক ফেরেশতাগণের ন্যায় উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। অতি কষ্টসাধ্য হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি

সর্বদা তেলাওয়াত করে কুরআনের হিফযকে সংরক্ষিত রাখে, সে দ্বিগুণ নেকী হাছিল করবে’।[29]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন যখন কবর সমূহ বিদীর্ণ হয়ে সবাই পুনরুত্থিত হবে, তখন কুরআন তার পাঠকের নিকট বিপর্যস্ত এক ব্যক্তির অবয়বে উপস্থিত হয়ে বলবে, هَلْ تَعْرِفُنِي؟ أَنَا الَّذِي كُنْتُ أُسْهِرُ لَيْلَكَ وَأُظْمِئُ هَوَاجِرَكَ، وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتِهِ، وَأَنَا لَكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تَاجِرٍ، فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ، وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَانِ، لاَ يَقُومُ لَهُمَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، فَيَقُولاَنِ : يَا رَبُّ، أَنَّى لَنَا هَذَا؟ فَيُقَالُ لَهُمَا : بِتَعْلِيمِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ، ‘তুমি কি আমাকে চিনতে পারছো? আমিই তোমাকে রজনীতে বিনিদ্র রেখেছি এবং দিবসে পরিশ্রান্ত করেছি। প্রত্যেক ব্যবসায়ী তার ব্যবসায় মুনাফা অর্জন করে। আর তুমিও আজ পরকালের জন্য সম্পাদিত তোমার সকল ব্যবসার পূর্ণ মুনাফা অর্জন করবে। অতঃপর তার ডান হাতে রাজত্ব প্রদান করা হবে এবং বাম হাতে এর স্থায়িত্ব দেওয়া হবে। তার মাথায় সম্মানের রাজমুকুট পরানো হবে। সেই সাথে হাফেযের পিতা-মাতাকে দুই খন্ড পোষাক পরিধান করানো হবে, যা দুনিয়ায় ইতিপূর্বে আর কারো জন্য তৈরী করা হয়নি। তখন তারা উভয়ে বলবে, এ পোষাক আমাদেরকে পরিধান করানো হ’ল কেন? তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের সন্তানকে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার প্রতিদান স্বরূপ’।[30] কোরআনের হাফেজগণ দুনিয়াতে কোরআনুল কারিম সবচেয়ে বেশি তেলাওয়াত করে থাকেন। তাই তাদের মর্যাদাও ঈর্ষান্বিত। কোরআন হেফজকারী পবিত্র ফেরেশতাদের শ্রেণিভুক্ত। হাদিসে কোরআনের হেফাজতকারীদের অনেক মর্যাদা ও ফজিলতের কথা ওঠে এসেছে। তাহলো,

১. দ্বিগুণ সওয়াব

হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘কোরআনের হাফেজ, যিনি সবসময় তেলাওয়াত করেন তার তুলনা, লেখার

কাজে নিয়োজিত পবিত্র সম্মানিত ফেরেশতাদের মতো। আর অতিকষ্ট হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি বারবার কোরআন তেলাওয়াত করে, তার পুরস্কার দ্বিগুণ।' (বুখারি)

২. শয়তান থেকে ঘর নিরাপদ থাকে

সাধারণত হাফেজ ও হিফজ-শাখার ছাত্ররা সবচেয়ে বেশী কোরআন তিলাওয়াত করেন, তাই তাদের ঘর শয়তান থেকে নিরাপদ থাকে। কারণ, নবিজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَة

'তোমাদের ঘরগুলোকে তোমরা কবরে পরিণত করো না, নিশ্চয় সে ঘর থেকে শয়তান পলায়ন করে, যেখানে সূরা বাকারাহ পাঠ করা হয়।' (মুসলিম)

৩. হাফেজগণ আল্লাহর পরিবার ভুক্ত

হজরত আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

إِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ قَالَ " هُمْ أَهْلُ الْقُرْآنِ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُه

'নিশ্চয়ই মানুষদের থেকে আল্লাহর কতক পরিবার (নিজস্ব লোক) রয়েছে, তারা বলল, হে আল্লাহর রাসুল তারা কারা? তিনি বললেন, তারা আহলে কোরআন, আল্লাহর পরিবার ও তার বিশেষ ব্যক্তিবর্গ।' (ইবনে মাজাহ)

কোরআনুল কারিমের হাফেজ আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত, একজন মুসলিমের হিফজ হওয়ার জন্য এ প্রেরণাই যথেষ্ট, এটা তাদের প্রতি আল্লাহর মহান অনুগ্রহ।

৪. হাফেজগণ সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহারকারী

নবিজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هِرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِك

'পাঁচটি বস্তুকে পাঁচটি বস্তুর আগে গণিমত মনে কর: তোমার যৌবনকে তোমার বার্ধক্যের আগে; তোমার সুস্থতাকে তোমার অসুস্থতার আগে; তোমার সচ্ছলতাকে তোমার অভাবের আগে; তোমার অবসরতাকে তোমার ব্যস্ততার আগে এবং তোমার জীবনকে তোমার মৃত্যুর আগে।'

আহলে-কোরআন কখনো তেলাওয়াত করেন, কখনো হিফজ করেন, কখনো গবেষণা করেন, কখনো তার উপর আমল করেন। এভাবে তারা প্রতি মুহূর্তের সর্বোত্তম ব্যবহার করতে পারেন।

৫. জান্নাতের সুসংবাদ ও সুপারিশ

যে হাফেজে কোরআন যাবিত জীবনে হালাল-হারাম মেনে চলে তার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি কোরআন পাঠ করবে ও একে হেফজ করবে এবং এর যাবতীয় হালাল বিষয়কে হালাল ও হারাম বিষয়কে হারাম মেনে চলবে, আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। শুধু তাই নয়, তার পরিবারের এমন ১০ ব্যক্তির ব্যাপারে তার সুপারিশ কবুল করবেন, যারা জাহান্নামে যাওয়ার উপযুক্ত হয়েছে।' (তিরমিজি ২৯০৫, ইবনে মাজাহ)

৬. প্রতিটি আয়াতের সুউচ্চ মর্যাদা

কেয়ামতের দিন কোরআন মুখস্থকারীকে প্রতিটি আয়াতের বিপরীতে মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'জান্নাতে কোরআন পাঠকারীকে বলা হবে কোরআন পাঠ করতে থাকো আর ওপরে চড়তে থাকো। তুমি দুনিয়াতে যেভাবে ধীরেসুস্থে পাঠ করতে, সেভাবে পাঠ করো। তোমার তেলাওয়াতের শেষ আয়াতেই (জান্নাতের উঁচুতে) তোমার বাসস্থান হবে' (আবু দাউদ ১৪৬৪, তিরমিজি)।

কোরআনের হাফেজরা জান্নাতে বিশেষ স্থান লাভ করবে। যে হাফেজের অন্তরে কোরআন সংরক্ষিত, তার জন্য আল্লাহ তাআলা জান্নাতে বিশেষ স্থান নির্ধারণ করে রেখেছেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'জান্নাতে রাইয়ান নদীর ওপরে মারজান নামক একটি শহর রয়েছে, যা সত্তর হাজার সোনা-রুপা দ্বারা প্রস্তুত, যা একমাত্র কোরআনের হাফেজদের জন্য নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে।' (কানযুল উম্মাল)

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে কোরআন হিফজ করার তাওফিক দান করুন। তারতিলের সঙ্গে কোরআন তেলাওয়াত ও এর ওপর আমল করার তাওফিক দান করুন।

আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্মান

কুরআন মাজীদের প্রকৃত বাহকের মর্যাদা সর্বাধিক। তাই হাফেযে কুরআন ও আলেমের সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রদান করা আবশ্যক। যেমন আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ مِنْ إِجْلاَلِ اللهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ، 'বয়োজ্যেষ্ঠ মুসলিম ও কুরআনের যথাযথ বাহক, যিনি তাতে

সীমালঙ্ঘনকারী ও অবহেলাকারী নন, এমন ব্যক্তিকে সম্মান করা মূলতঃ আল্লাহরই প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত'।[3

কুরআন তেলোয়াতের গুরুত্ব ও ফজিলত

মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। এসকল নবী -রাসূলদেরকে গাইডবুক হিসেবে সহীফা ও কিতাব দিয়েছেন। এসব কিতাব সমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ কিতাব হচ্ছে আল-কোরআন। পূর্ব পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের উপরে ঈমান আনা এবং আল-কোরআনকে মেনে চলা মুসলিমদের উপরে আল্লাহ তায়ালা ফরজ করেছেন। আল-কোরআন এসেছে বিশ্ব মানবতাকে হিদায়াতের সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার জন্য। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'রমযান মাস, যাতে কোরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের হিদায়াতস্বরূপ এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদের্শনাবলী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে।' (সূরা আল-বাকারা-১৮৫)

হিদায়াতের এই কিতাব আল -কোরআন শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপরে ফরজ করা হয়েছে। নিম্নে আল-কোরআন শিক্ষা করার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেআলোচনা করা হলো আল-কোরআন শিক্ষা করা ফরজ আল-কোরআনের প্রথম বাণী হচ্ছে, 'পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।' (সূরা আলাক-১)

এখানে ইক্বরা, অর্থ: পড়ো। এ আয়াতের মাধ্যমে প্রত্যেক মুসমুলিমকে আল্লাহ জানিয়ে দিলেন তোমরা যিনার জন্য, বোঝার জন্য এবং সঠিকটা মেনে চলার জন্য পড়া-লেখা করো, অধ্যয়ন করো। অর্থাৎ জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানদের জন্য আল্লাহ তায়ালা ফরজ করে দিয়েছেন। আর এটার বাস্তব নির্দেশ দিয়েছেন রাসূল (সা.)।

আল-হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, 'হজরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলসূ (সা.) বলেছেন, জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের

উপরে ফরজ।' (সূনান ইবনে মাজা) জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি আল-কোরআন শিক্ষা করাও প্রত্যেক মুসলমানের উপরে আল্লাহ ফরজ করে দিয়ে ছেন। রাসূল (সা.) এ সম্পর্কে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন,

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলসূ (সা.) বলেছেন, তোমরা কোরআন ও ফারায়েজ (উত্তরাধিকার আইন) শিক্ষা করো এবং মানুষদেরকে শিক্ষা দাও কেননা আমাকে উঠিয়ে নেয়া হবে।' (সূনা সূ ন আত-তিরমিযি) তাই, আমাদের উপরে কর্তব্য আল-কো রআন ও ইলমে ফারায়েজ (উত্তারাধিকার আইন) শিক্ষা করা এবং এর আলোকে জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্র পরিচালনা করা। আল-কোরআন শিক্ষা সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত আল-কোরআন অধ্যয়ন করা, কোরআন জানা-বোঝার চেষ্টা করা পৃথিবীর সকল কাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাজ। কারণ এ কো রআনের মধ্যে রয়েছে মানুষের জীবন পরিচালনা পদ্ধতি, হিদায়াতের সঠিক পথ। প্রত্যেক কাজ শুরু করার সময় রাসূল (সা.) বিসমিল্লাহ পড়ে (আল্লাহর নাম নিয়ে) শুরু করার কথা বলে ছেন। তবে যেকোনো কাজ শুরু করার আগে 'আউযুবিযু ল্লাহি মিনাশ শাইতারিজ রাজীম' অর্থাৎ শয়তা নের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলেননি। তবে একটি কাজ করার আগে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলেছেন, সেটা হলো আল-কোরআন তিলাওয়াত বা অধ্যয়নের সময়। এ সম্পর্কে আল-কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, 'সুতরাং যখন তুমি কোরআন পড়বে তখন আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান হতে পানাহ চাও।' (সূরা আন-নাহল-৯৮)

হাদিস হতে কিছু কথাঃ-

রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ

'যে কুরআন শরীফ শিক্ষা করে ও শিক্ষা দেয় সে-ই তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।' বুখারী

মুসলিম শরীফে আছে :

اَفَلَا يَغْدُوْا اَحَدُكُمْ اِلٰى الْمَسْجِدِ فَيَتَعَلَّمُ مِنْ كِتَابِ اللهِ اٰيَتَيْنِ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلَاثٌ خَيْرٌلَّهُ مِنْ ثَلَاثٍ وَاَرْبَعٌ خَيْرٌلَّهُ مِنْ اَرْبَعٍ وَمِنْ اَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْاِبِلِ.

"তোমাদের মধ্যে কেহ মসজিদে গিয়ে কুরআনের দুইটি আয়াত কেন শিক্ষা লাভ করে লয় না? কুরআনের দুইটি আয়াত শিক্ষা করা দুইটি উট অপেক্ষা অধিক ভাল। এইরূপে তিনটি আয়াত তিনটি উট অপেক্ষা এবং চারটি আয়াত চারটি উট অপেক্ষা অধিক ভাল। এমনিভাবে যত সংখ্যক আয়াত হবে, তত সংখ্যক উট হতে অধিক ভাল।"

আল-কোরআনের এ বক্তব্য থেকে জানা যায়, শয়তান সকল কাজেই বান্দা কে কুমন্ত্রণা দেয়। তবে কোরআন অধ্যয়নের সময় শয়তান সবচেয়ে বেশি কুমন্ত্রণা দিয়ে মনোযোগ নষ্ট করার চেষ্টা করে। কোরআনের কথা যেন মানুষ বুঝতে না পারে, সে জন্য শয়তান শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করতে থাকে। মুসলমানরা কোরআন থেকে দূরে সরে থাকলে শয়তান বেশি খুশি হয়। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা কোরআন অধ্যয়নের সময় শয়তান থেকে আশ্রয় চাওয়ার কথা বলেছেন।

এজন্য আমাদের উচিত আল- কোরআন জানা ও বোঝার জন্য সবচেয়ে বেশি চেষ্টা করা। আল-কোরআন হিদায়াতের একমাত্র কিতাব আল-কোরআন হচ্ছে বিশ্ব মানবাতার জন্য হিদায়াতের একমাত্র কিতাব। এই কোরআনই বিশ্বের সকল মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে, হিদায়াতের আলোয় আলোকিত করতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নিশ্চয় এ কোরআন এমন একটি পথ দেখায় যা সবচেয়ে সরল এবং যে মুমিনগণ নেক আমল করে তাদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরপুস্কার। আর যারা আখিরাতে ঈমান রাখে না আমি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছি যন্ত্রণাদায়ক আযাব।' (সূরা বনি ইসরাইল- ৯-১০)

'অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে আলো ও স্পষ্ট কিতাব এসেছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে শান্তির পথ দেখান, যারা তাঁর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে এবং তাঁর অনুমতিতে তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করেন। আর তাদেরকে সরল পথের দিকে হিদায়াত দেন।' (সূরাআল-মায়েদা- ১৫-১৬)

আল-কোরআন ছাড়া অন্য কারো কাছে হিদায়াত অন্বেষণ করা যাবে না। কেউ এটা করলে আল্লাহ নিজে তাকে গুমরাহ করে দিবেন। এ সম্পর্কে আল-হাদিসে

বর্ণিত হয়েছে, 'যে ব্য ক্তি কোরআন ছাড়া অন্য করো কাছে হিদায়াত চাইবে, আল্লাহ তা কে পথভ্রষ্ট করে দিবেন।' (সূনান আত-তিরমিযি) অতএব, আমাদের জীবন চলার পাথ ইসলামকে সঠিকভাবে জানার জন্য হিদায়াতের একমাত্র কিতাব আল-কোরআন শিক্ষা অব্যাহত রাখতে হবে।

কুরআন শরীফের আয়াত উট অপেক্ষা অধিক ভাল, ইহা বুঝতে বেশী কিছু চিন্তার দরকার হয় না। কারণ, উট তো একমাত্র দুনিয়াতেই কাজে আসে, আর কুরআনের আয়াত দুনিয়া ও আখেরাত দু-জাহানে কাজে আসে। এখানে উটকে উদাহরণ স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, আরব দেশের লোকেরা উটকেই বড় সম্পত্তি মনে করে, নতুবা একটি আয়াতের পরিবর্তে সমগ্র বিশ্বেরও কোন মূল্য হয় না।

এই হাদীস দ্বারা এই উপদেশ লাভ করা যায় যে, সমস্ত কুরআন শরীফ না পড়তে পারলেও যতটুকু পড়–ক না কেন ততটুকুতেই বড় ফযীলত ও অতি বড় নেয়ামত। হাদীসে আছে-

اَلْمَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَيَتَتَعْتَعُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَّهٗ اَجْرَانِ. بخارى

'যে ব্যক্তি স্পষ্টভাবে অনায়াসে কুরআন শরীফ পড়তে পারে সে ব্যক্তি ঐ সমস্ত ফেরেশতাদের সঙ্গী হবে, যাঁরা বড়ই পবিত্র, বড়ই সম্মানী এবং যারা লোকের আমলনামা লিখেন। আর যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়ে, কিন্তু মুখে বাধবাধ ঠেকে এবং বড়ই কঠিন বোধ করে, সে-ও দ্বিগুণ সওয়াব পাবে।' দ্বিগুণ সওয়াবের কারণ এই যে, শুধু পাঠ করার জন্য এক সওয়াব পাবে, আর পড়ার সময় কষ্টের কারণে যে বিরক্ত হয়ে পড়া ক্ষান্ত না করে পড়তে থাকে, তজ্জন্য আর একটি সওয়াব পাবে। -বুখারী শরীফ

যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ ভালমত পাঠ করতে না পারা সত্ত্বে¡ও বিরক্ত হয়ে পাঠ ছেড়ে দেয় না, তার জন্য এই হাদীস কত বড় খোশখবরী (সুসংবাদ) দেওয়া হয়েছে যে, তাকে দ্বিগুণ সওয়াব দেওয়া হবে। অন্য হাদীসে আছে-

اِنَّ الَّذِىْ لَيْسَ فِىْ جَوْفِه شَىْءٌ مِّنَ الْقُرْاٰنَ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ. ترمذي

'যাহার সিনার মধ্যে (অন্তরে) একটুও কুরআন নাই, সে যেন একখানা উজাড় ঘর।' -তিরমিযী কোনো মুসলমানের অন্তরই কুরআন শূণ্য থাকা চাই না। হাদীসে আছে-

مَنْ قَرَأَ مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهٗ بِهٖ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا لَا اَقُوْلُ الٓمٓ حَرْفٌ بَلْ اَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيْمٌ حَرْفٌ . ترمذي

'যে ব্যক্তি (আল্লাহর কিতাব) কুরআন শরীফের একটি অক্ষর পড়ে, সে একটি নেকি পায়, আর প্রত্যেক নেকি দশ নেকির সমান (এই হিসাবে প্রত্যেক অক্ষরে দশ নেকি করে পাওয়া যায়)। আমি এ কথা বলি না যে, 'আলিফ-লাম-মীম' এক অক্ষর; বরং 'আলিফ' এক অক্ষর, 'লাম' এক অক্ষর এবং 'মীম' এক অক্ষর। -তিরমিযী

এর দৃষ্টান্ত এই যে, যদি কেউ 'আলহামদু' পড়ে, তবে এর পাঁচটি অক্ষরের পঞ্চাশ নেকি পাবে। আল্লাহু আকবার! কত বড় ফযীলত। সুতরাং সামান্য একটু কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার করে যে এত বড় ফযীলত হাসিল না করবে, তার উপর বড়ই আক্ষেপ।

রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيْهِ اُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْءُهٗ اَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِىْ بُيُوْتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيْكُمْ فَمَاظَنُّكُمْ بِالَّذِىْ عَمِلَ بِهٰذَا.

'যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়েছে এবং উহার হুকুমের উপর আমল করেছে, তার মাতা-পিতাকে কিয়ামতের দিন এমন একটি তাজ (মুকুট) পরান হবে, যার আলোক সূর্যের আলোক হতে অধিকতর উজ্জল হবে- যে আলোক দুনিয়াতে যে সূর্য যখন তোমাদের মধ্যে আসে, তখন তোমাদের ঘরের মধ্যে হয় অর্থাৎ, সূর্য যখন কাছে আসে, তখন তোমাদের ঘরের মধ্যে কত আলো হয়, সেই তাজের আলো ইহা অপেক্ষাও অধিক হবে। যখন মাতা-পিতার এত বড় মর্তবা হবে, তখন যে ব্যক্তি স্বয়ং কুরআন শরীফ পড়বে ও তদনুযায়ী আমল করবে, তার সম্বন্ধে তোমাদের কি ধারণা? অর্থাৎ, তার মর্তবা অসীম ও অতুলনীয়।'

ছেলে-মেয়েদেরকে যদি সময়াভাবে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ শিক্ষা না-ও দেওয়া যায়, তবে (পারা বা সূরা) যতটুকু হউক না কেন, তাই শিক্ষা দেওয়া নেহায়েত দরকার। যদি হিফজ করতে পারে, তবে তো অফুরন্ত ফযীলত।

অনেক মুসলমান নিজের সন্তানকে দ্বীনি শিক্ষার পরিবর্তে জাগতিক শিক্ষা দেওয়াটা অধিক গুরুত্ব ও গৌরবের বিষয় মনে করে। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কুরআন সহীহ-শুদ্ধতার প্রতি লক্ষ্য করা হয় না, একই সাথে কুরআনের প্রতি আদবের শিক্ষার বিষয়টিও গুরুত্বহীন।

বর্তমানে মুসলমানদের ঘর ও মসজিদ তিলাওয়াত শূন্য হয়ে গেছে। গুনাহের আসবাব দ্বারা ঘর, দোকান-পাট ভরে গেছে। একসময় মুসলমানদের ঘর-বাড়ি থেকে কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ আসত। সেখান থেকে এখন আসছে গান-বাদ্যের আওয়াজ। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ও বরকতের জন্য কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত করা হতো। এখন দোকান-পাটে টি.ভি. ও ভি. সি.ডি. এবং বাদ্য-বাজনার মাধ্যমে উন্নতি কামনা করা হয়। মসজিদে কুরআন মাজীদ থাকলে তা তালাবদ্ধ আলমারিতে রাখা হয়। অনেক স্থানে শুধু ব্যবস্থাপনার কারণে তিলাওয়াতের সুযোগ হয় না। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, মসজিদে বা ঘরে কুরআনকে ধরা ছোঁয়ার কেউ নেই। অথচ মসজিদে কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলত সম্পর্কে হযরত উকবা ইবনে আমের রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমরা মসজিদে নববীর সুফ্ফায় বসা ছিলাম। এমন সময় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনলেন এবং বললেন, তোমাদের মধ্যে কে ইহা পছন্দ কর যে, সকাল বেলা বতহান বা আকীক নামক বাজারে যেয়ে কোন রকম গোনাহ ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন না করে দু'টি অতি উত্তম উটনী নিয়ে আসবে? সাহাবায়ে কেরাম রাযি. আরজ করলেন, ইহা তো আমাদের সকলেই পছন্দ করবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মসজিদে গিয়ে দু'টি আয়াত পড়া বা দু'টি আয়াত শিক্ষা দেওয়া দু'টি উটনী হতে এবং তিনটি আয়াত তিনটি উটনী হতে এমনিভাবে চারটি আয়াত চারটি উটনী হতে উত্তম এবং ঐগুলোর সমপরিমাণ উট হতে উত্তম। -মুসলীম, আবু দাউদ

রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَظْهَرَهٗ فَاَحَلَّ حَلَالَهٗ وَحَرَّمَ حَرَامَهٗ اَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهُ فِىْ عَشَرَةٍ مِّنْ اَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّار

'যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়বে এবং তা হিফজ করবে এবং তার হালালকৃতকে হালাল ও হারামকৃতকে হারাম জেনে চলবে, (অর্থাৎ, কুরআনের খেলাফ যেন কোনো আকীদা না হয়। উপরে আমলের কথা বলা হয়েছিল, এখানে আকীদার কথা বলা হলো।) আল্লাহ তাকে বেহেশতে স্থান দিবেন এবং তার আত্মীয়বর্গের মধ্য হতে দশজন লোকের জন্য তার সুপারিশ গ্রহণ করবেন যাদের জন্য দোযখ সাব্যস্ত হয়ে ছিল।' -তিরমিযী

এই হাদীসে কুরআন শরীফ হিফজ করার ফযীলত আরো বেশী বর্ণনা করা হয়েছে। আর আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী মা-বাবা। অতএব, মা বাবার জন্য যে সুপারিশ ও বখশিশ হবে, তাতে কোনোই সন্দেহ নাই। নিজের ছেলেকে হাফেজ বানাবে যে কত বড় ফযীলত তা এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়।

রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

اِنَّ هٰذِهِ الْقُلُوْبَ تَصْدَءُ كَمَا يَصْدَءُ الْحَدِيْدُ اِذَا اَصَابَهُ الْمَاءُ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَمَا جِلَائُهَا؟ قَالَ كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ. بيهقى

'পানি লাগলে লোহায় যেরূপ মরিচা ধরে, সেই রকম মানুষের দিলেও মরিচা ধরে। (মজলিস হতে) আরজ করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! সেই জিনিস কি যাদ্বারা দিলকে সাফ করা যায়? রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, মৃত্যুকে বেশী স্মরণ করলে এবং কুরআন শরীফ পড়তে থাকলে। (দিল সাফ থাকে, মরিচা ধরে না)।' -বায়হাকী

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَفِيْنَا الْعَرَبِىُّ وَالْعَجَمِىُّ فَقَالَ اقْرَؤُوْا فَكُلٌّ حَسَنٌ

'হযরত জাবের রাযি. হতে বর্ণিত আছে যে, একবার রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এমতাবস্থায় তাশরীফ আনলেন, যখন আমরা কুরআন শরীফ পাঠ করছিলাম, তখন আমাদের মধ্যে পাড়াগাঁয়ের লোকও ছিল।

(আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আরবী লোক ছিল, তারা কুরআন শরীফ শুদ্ধভাবে পড়তে পারত, আর কয়েকজন পাড়াগাঁয়ের লোকও ছিল, যারা শুদ্ধভাবে কুরআন শরীফ পড়তে পারত না।) হযরত বললেন, পড়তে থাক, সবই ভাল।'

অর্থাৎ চেষ্টা করতে থাক যদি তা সত্তে¡ও ভালো পড়তে না পার তাতে মন ছোট করো না, আর যারা ভালো পড়তে পারে, তারা যেন তোমাদেরকে ঘৃণা না করে। (আল্লাহ তা'আলা দিল দেখেন।) একথা দ্বারা বুঝা গেল যে, 'জবান (মুখ) সাফ নয় বা বয়স বেশি হয়ে গিয়েছে, এমতাবস্থায় সহীহ করে (শুদ্ধ করে) পড়তে পারা যাবে না, সুতরাং সওয়াব কি হবে? বরং গোনাহ (পাপ) হওয়ার সম্ভাবনা আছে।' এমন মনে করা উচিত নয়। বরং রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলকে সান্তনা দিয়ে পড়তে বললেন।

মিশকাত শরীফে আছে-

مَنِ اسْتَمَعَ اِلٰى اٰيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ كَتَبَتْ لَهٗ حَسَنَةٌ مُّضَاعَفَةٌ وَمَنْ تَلَاهَا كَانَتْ لَهٗ نُوْرًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ

'যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের একটি আয়াত শুনার জন্যও কান লাগাবে অর্থাৎ মনোযোগের সাথে শুনবে, তাকে এমন একটি নেকি (পূণ্য) দেওয়া হবে, যা সর্বদা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। (কতদূর যে বাড়বে তার কোন সীমা নির্দেশ করেন নাই। অতএব, আল্লাহ তা'আলার রহমতের দরবারে আশা করা যায় যে, ইহা ধারণাতীত বাড়বে।) আর যে ব্যক্তি সে আয়াতটি পাঠ করবে, তার জন্য সেই আয়াতটি কিয়ামতের দিবসে একটি উজ্জল নূর হবে।' আহমদ

কুরআন শরীফ কত বরকতের জিনিস। যদি নিজে পড়তে না পারে, তবে কোনো কুরআন পাঠকের পড়ার দিকে কান লাগিয়ে শুনলেও বিশেষ সওয়াব পাওয়া যায়। হে আল্লাহর বান্দা! ইহা তো কিছুই কঠিন নয়। (এখনও জাগ, আখেরাতের জন্য একটু চিন্তা কর, অলস্য নিদ্রা পরিত্যাগ কর, আর ঘুমে বিভোর থেকো না।)

রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

اِقْرَؤُوْا الْقُرْاٰنَ فَاِنَّهٗ يَأْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِّاَصْحَابِه – مسلم

‘(হে আমার উম্মতগণ!) তোমরা কুরআন শরীফ সর্বদা তিলাওয়াত করতে থাক; কেননা যারা কুরআন শরীফ সর্বদা তিলাওয়াত করবে, কিয়ামতের দিন কুরআন শরীফ তাদের জন্য সুপারিশ করবে (তাদেরকে দোযখ হতে বাঁচিয়ে দিবে)।

রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন-

يَجِيْئُ صَاحِبُ الْقُرْاٰنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ الْقُرْاٰنُ يَا رَبِّ حَلِّه فَيُلْبَسُ تَاجُ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُوْلُ يَا رَبِّ زِدْهُ فَيُلْبَسُ حُلَّةُ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُوْلُ يَارَبِّ اِرْضَ عَنْهُ فَيُرْضٰى عَنْهُ فَيُقَالُ اِقْرَأْ وَارْقَ وَيَزْدَادُ بِكُلِّ اٰيَةٍ حَسَنَةٌ- ترمذى

কুরআন শরীফ পাঠকারীগণ কিয়ামতের দিবসে যখন আল্লাহর দরবারে আসবে, তখন কুরআন শরীফ বলবে, ‘হে আল্লাহ! তাদেরকে সম্মানের লেবাস পরিধান করান। অতঃপর তাদেরকে বড় সম্মানের তাজ পরান হবে। অতঃপর কুরআন শরীফ পুনরায় বলবে, ‘হে আল্লাহ! তাদেরকে আরো দিন।’ তখন তাদেরকে আরো সম্মানের লেবাস পরান হবে। পুনরায় কুরআন শরীফ বলবে, ‘হে আল্লাহ! আপনি তাদের উপর চিরকালের জন্য সন্তুষ্ট হয়ে যান।’ অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তাদের উপর চিরকালের জন্য সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন এবং বলবেন: ‘কুরআন শরীফের এক একটি আয়াত পাঠ করো এবং এক একটি উচ্চ দর্জায় আরোহণ করতে থাক।’

অন্য এক হাদীসে এই পড়া এবং উপরের দর্জায় চড়ার বিস্তৃত বর্ণনা এসেছে। যা এরূপ: ‘যে ভাবে দুনিয়াতে তারতীলের সাথে পড়তে সেই রকম পড়তে ও চড়তে থাকো; যে আয়াতে গিয়ে তোমার পড়া শেষ হবে সেখানেই তোমার থাকার স্থান।’

হে মুসলমানগণ!

এই সকল হাদীস খুব চিন্তার সাথে পাঠ করুন। কুরআন শরীফ অমূল্য রত্ন , যত্নের সাথে শিক্ষা লাভ করুন এবং নিজের ছেলে-মেয়েদেরকেও শিক্ষা দিতে চেষ্টা করুন। যদি সহীহ করে পড়তে না পারা যায়, তবে ঘাবরানোর কোনো কারণ নাই। চেষ্টা করতে থাকলেও বহু সওয়াব পাওয়া যাবে। যদি হিফজ (কণ্ঠস্থ) না হয়, তবে দেখে দেখে পড়তে ও পড়াতে থাকবে। তাতে অনেক ফযীলত হাসিল হবে। যদি সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ পাঠ শিক্ষা লাভ করার সময় ও সুযোগ না ঘটে, তবে যারা

সম্পূর্ণ কুরআন শিক্ষা লাভ করেছেন তাদের নিকট বসে শুনলেও অনেক সওয়াব পাওয়া যাবে।

সকলেরই জানা আছে যে, যে সকল কাজ অত্যন্ত দরকারী তা করাতে সওয়াব পাওয়া যায়, অথচ তা হাসিল করার উপায়গুলি অর্জন করা যেমন জরূরী বা দরকারী, তেমন তাতে অফুরন্ত সওয়াবও নিহিত আছে।

অতএব, কুরআন শরীফ শিক্ষার বন্দোবস্ত করাও নেহায়েত জরূরী এবং তাতে অশেষ সওয়াব আছে। প্রতি গ্রামে মুসলমান ভাইগণ মিলিতভাবে চেষ্টা করবেন, যাতে গ্রামে গ্রামে, মহল্লায় মহল্লায় কুরআন শরীফ শিক্ষার জন্য মক্তব স্থাপিত হয়। সেই মক্তবে ছেলে-মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার বন্দোবস্ত করা একান্ত দরকার। বয়স্কদেরও কুরআন শরীফ শিক্ষার জন্য কিছু সময় বের করতে হবে। দুনিয়ার সমস্ত কাজ-কর্মের জন্য সময় মিলে, আর আল্লাহর কালাম কুরআন শরীফ শিক্ষার জন্য সময় মিলবে না?

শিক্ষক যদি বিনা বেতনে পাওয়া যায়, তবে ভালই। নতুবা সকলে মিলে চাঁদা করে শিক্ষকের জীবিকা নির্বাহের যোগ্য কিছু সম্বল সংগ্রহ করে দেওয়া দরকার। যে সমস্ত ছেলেরা দারিদ্রতার কারণে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ পড়তে পারে না, তাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করে দেওয়া আবশ্যক। এই প্রথা বাংলাদেশ ব্যতীত অন্যান্য ইসলামী দেশে এখনও প্রচলিত আছে, যেমন- দেওবন্দ, সাহারানপুর, থানাভবন এবং অন্যান্য মাদরাসায় ছাত্রগণ নিশ্চিন্ত হয়ে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ শিক্ষা করতে পারে। আর ছেলেরা মক্তবে যতটুকু শিক্ষা করবে, ততটুকু তারা বাড়ীর মেয়েদেরকে শিক্ষা দিলে স্ত্রী-পুরুষ সকলেই কুরআন শরীফ শিক্ষা করতে পারে। যদি কেউ আমপাড়া দেখে পড়তে না পারে, তবে অন্ততপক্ষে কিছু সংখ্যক সূরা মুখস্ত পড়ে নেওয়া আবশ্যক।

কুরআনে কারীমের প্রতি ইমামে আ‘জমের আযমত

আবু হানীফা রহ. ইজতিহাদে সবচেয়ে বড় ও বিজ্ঞ ইমাম ছিলেন। এ কারণে তাকে ‘ইমামে আযম’ বলা হয়। তিনি কুরআন শরীফের বড় আশেক ছিলেন। ছিলেন কুরআনী জ্ঞানের মহাপণ্ডিত । কুরআন ও হাদীসের আলোকে ফিক্বহের প্রবর্তন

করেছেন। তিনি অত্যন্ত খোদাভীরু ও কোমল হৃদয়ের অধীকারী ছিলেন। ইলম ও আলেমদের তিনি খুবই সম্মান করতেন। কুরআন শরীফের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের প্রতি আন্তরিক অনুভব করতেন। তাদের প্রতি ছিল তার ঐকান্তিক ভালোবাসা। তাঁদেরকে খুশি করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। তাঁদের সেবায় থাকতেন উৎসর্গিত।

একদিনের ঘটনা। তাঁর ছেলে যেদিন শিক্ষকের নিকট পবিত্র কুরআনের সবক শুরু করল, সেদিন তিনি ছেলের শিক্ষকের খেদমতে পাঁচ হাজার দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) উপঢৌকন স্বরূপ পেশ করলেন। এরপর যেদিন তাঁর ছেলে সূরা ফাতিহা শেষ করল, সে দিনও তিনি শিক্ষকের খিদমতে পাঁচ হাজার দেরহাম হাদিয়া স্বরূপ পেশ করলেন এবং অতি নম্রতা ও বিনয়ের সঙ্গে আরয করলেন, "আল্লাহর কসম, যদি আমার নিকট এর চেয়েও বেশি দেরহাম থাকত, তবে অবশ্যই তাও আপনার খেদমতে পেশ করতাম।"

কুরআন তেলোয়াত করা ফরজ

কুরআনুল কারীম বিশ্ব মানবতার জন্য এক অফুরন্ত নিয়ামত। আল্লাহ তা'আলার বড়ই মেহেরবানী যে, তিনি আমাদের উপর কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। কুরআনে বলা হয়েছে, 'বড়ই মেহেরবান তিনি (আল্লাহ) কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন'।
[সূরা আর-রহমান : ১-২]

কুরআন এমন একটি কিতাব যার মাধ্যমে আরবের সেই বর্বর জাতি সৌভাগ্যবান জাতিতে পরিণত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন দিয়েই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ তৈরি করেছিলেন। তিনি বলেছেন, 'বিশ্ব মানবমন্ডলীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো আমার যুগ'
[সহীহ বুখারী : ২৬৫২]

কুরআন মাজীদের বেশ কিছু হক রয়েছে যেগুলো আদায় করা আবশ্যক। এর অনেকগুলো হক এমন যে, কেউ যদি তা আদায় না করে কিয়ামাতের দিন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করবেন। কুরআনে বলা হয়েছে, 'আর রাসূল বলবেন (কিয়ামাতে), ''হে আমার রব, নিশ্চয় আমার জাতি এ কুরআনকে পরিত্যাজ্য গণ্য করেছে।''
[সূরা আল-ফুরকান : ৩০]

আমাদের উপর কুরআনের যে হকগুলো রয়েছে তা এখানে আলোচনা করা হলো:

- ১. ঈমান আনা
- ২. সহীহভাবে পড়তে জানা
- ৩. তিলাওয়াত করা ও শ্রবণ করা
- ৪. অপরকে শিক্ষা দেয়া
- ৫. হিফয বা মুখস্ত করা
- ৬. বুঝা ও উপলব্ধি করা
- ৭. আমল করা (বাস্তবায়িত করা)
- ৮. যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা দেয়া
- ৯. কুর'আন প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা

□ ঈমান আনা:

কুরআনের হকসমূহের মধ্যে প্রধানতম হক বা অধিকার হলো কুরআনের প্রতি ঈমান আনা। কুরআনের প্রতি ঈমান আনার অর্থ হলো : কুরআন আল্লাহর কালাম, ইহা আসমানী শেষ কিতাব এবং এই কিতাবের মধ্য দিয়ে সকল আসমানী কিতাব রহিত হয়ে গিয়েছে। কুরআন বিশ্ব মানবমন্ডলীর জন্য হিদায়াত এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর বা আলো। কুরআনে এসেছে, 'অতএব তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের এবং আমি যে

নূর অবতীর্ণ করেছি তার প্রতি ঈমান আন। আর তোমরা যে আমল করছ আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত'।
[সূরা আত-তাগাবুন : ০৮]

'তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ অস্বীকার কর, সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তা করে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া তাদের কী প্রতিদান হতে পারে! আর কিয়ামাতের দিন তাদেরকে কঠিনতম আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমরা যা কর, আর আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফিল নন'। -[সূরা আল-বাকারাহ : ৮৫]

□ সহীহভাবে পড়তে জানা:
কুরআন শিক্ষা করা ফরয করা হয়েছে। প্রত্যেক মুসলিমকে কুরআন পড়া জানতে হবে। কেননা কুরআনে বলা হয়েছে, 'পড় তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন'
[সূরাহ আলাক : ১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন শিক্ষার নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'তোমরা কুরআন শিক্ষা কর এবং তা তিলাওয়াত কর'
[মুসনাদ আল-জামি' : ৯৮৯০]

□ তিলাওয়াত করা ও শুনা:
কুরআন তিলাওয়াত করা কুরআনের অন্যতম হক। কুরআন মাজীদে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এভাবে, 'তোমার প্রতি যে কিতাব ওহী করা হয়েছে, তা থেকে তিলাওয়াত কর।'
[সূরাহ আনকাবুত : ৪৫]

সহীহভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে। তিলাওয়াতের আদবগুলো রক্ষা করতে হবে। বাংলাভাষায় উচ্চারণ করে পড়লে হবে না। আবূ হুরায়রা রাদি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে কুরআন সুন্দর উচ্চারণে পড়ে না, সে আমার উম্মতের মধ্যে শামিল নয়।'
[সহীহ বুখারী : ৭৫২৭]

ধীরস্থীরভাবে তিলাওয়াত করার নির্দেশ দিয়ে কুরআনে বলা হয়েছে।

'তুমি কুরআনকে তারতীলের সাথে অর্থাৎ ধীরস্থীরভাবে তিলাওয়াত কর'।
[সূরা আল-মুযযাম্মিল : ৪]

আর কুরআন তিলাওয়াতে রয়েছে বিরাট সাওয়াব। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পাঠ করে, তাকে একটি নেকি প্রদান করা হয়। প্রতিটি নেকি দশটি নেকির সমান। আমি বলি না যে, আলিফ-লাম-মীম একটি হরফ। বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ।
[সুনান আত-তিরমিযি : ২৯১০]।

কুরআন তিলাওয়াত শুনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদি আল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, 'তুমি আমাকে কুরআন পড়ে শুনাও, আমি বললাম, আপনার উপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, আমি আপনাকে কীভাবে কুরআন শুনাবো? তখন তিনি বললেন, আমি অপরের নিকট থেকে কুরআন শুনতে ভালবাসি।' [সহীহ বুখারী : ৫০৪৯]

□ অপরকে কুরআন শিক্ষা দেয়া:

কুরআনের অন্যতম হক হলো তা অপরকে শিক্ষা দেয়া। আমাদের প্রিয় নবীর অন্যতম কাজ ছিল মানুষকে কুরআন শিক্ষা দেয়া। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, ‘‘অবশ্যই আল্লাহ মু'মিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্য থেকে তাদের প্রতি একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয়। যদিও তারা ইতঃপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিলকুরআন।’’

[সূরা আল-ই ইমরান: ১৬৪]

কুরআন শিক্ষা দেয়ার চেয়ে উত্তম কাজ আর নেই। হাদীসে এসেছে, উসমান রাদি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে ও অপরকে শিক্ষা দেয়।’

[সহীহ বুখারী : ৫০২৭]

যদি কেউ অপরকে কুরআন শিক্ষা দেয়, তবে তাঁর জন্য শিক্ষাগ্রহণকারীর সমান সাওয়াবের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। হাদীসে এসেছে, ‘‘ভাল কাজের পথপ্রদর্শনকারী এ কাজ সম্পাদনকারী অনুরুপ সাওয়াব পাবে।’’

[সুনান আত-তিরমীযি : ২৬৭০]

□ হিফয বা মুখস্থ করা:

কুরআন হিফয করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা আল্লাহ তা‘আলা নিজেই কুরআন হিফযের দায়িত্ব নিয়েছেন। এ হিফযেরই এক প্রকার হচ্ছে, বান্দাদেরকে কুরআন হিফয করানো। যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর কুরআনকে সংরক্ষণ করেছেন। কুরআনে এসেছে, ‘‘নিশ্চয় আমি কুরআন নাযিল করেছি, আর আমিই তার হিফাযতকারী’’।

[সূরা আল-হিজর : ৯]

যে যত বেশি অংশ হিফয করতে পারবে তা তার জন্য ততই উত্তম। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কুরআনের হাফেযকে বলা হবে কুরআন পড়ে যাও, আর উপরে উঠতে থাক, ধীর-স্থিরভাবে তারতীলের সাথে পাঠ কর, যেমন দুনইয়াতে তারতীলের সাথে পাঠ করতে। কেননা জান্নাতে তোমার অবস্থান সেখানেই হবে, যেখানে তোমার আয়াত পড়া শেষ হয়।''
[সুনান আত-তিরমিযী : ২৯১৪]

□ কুরআন বুঝা ও উপলব্ধি করা:
কুরআনের অর্থ বুঝা ও অনুধাবন করা কুরআনের অন্যতম হক। কুরআনের অর্থ না বুঝতে পারলে কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য ও দাবী আমরা কেউ পালন করতে পারবো না। না বুঝে পড়লে কুরআনের আসল মজা পাওয়া যাবে না। কুরআন বুঝার জন্য শব্দের অর্থ, আয়াতের ব্যাখ্যা, অবতীর্ণ হওয়ার কারণ বা প্রেক্ষাপট এবং কুরআনের আয়াতসমূহের শিক্ষা জানতে হবে। কুরআনে এসেছে, ''নিশ্চয় আমি একে আরবী কুরআনরূপে নাযিল করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার।''
[সূরা ইউসুফ: ২]

কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে হাদীসের সাহায্য না নিলে যে কেউ বিভ্রান্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে হাদীসের সাহায্য নিলেই কেবল সহীহভাবে কুরআন বুঝা সম্ভব।

আল-কুরআনে বলা হয়েছে, ''আর রাসূল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে সে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও''।
[সূরা আল-হাশর: ৭]

কুরআন বুঝার পাশাপাশি তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। ‘‘তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে না ? নাকি তাদের অন্তরসমূহে তালা রয়েছে।’’
[সূরা মুহাম্মাদ : ২৪]

□ কুরআনের আমল করা:
কুরআনের আমল করার অর্থ, কুরআনের অনুসরণ করা। কুরআন অনুযায়ী নিজের জীবনকে গড়ে তোলা। এ বিষয়ে কুরআনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, ‘তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে, তা অনুসরণ কর এবং তাকে ছাড়া অন্য অভিভাবকদের অনুসরণ করো না। তোমরা সামান্যই উপদেশ গ্রহণ কর’।
[সূরা আল-আরাফ: ৩]

কুরআনের জ্ঞানে পারদর্শী আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘আমরা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কুরআনের দশটি আয়াত শিক্ষা গ্রহণ করতাম, এরপর ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা পরবর্তী দশটি আয়াত শিক্ষা করতাম না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা এই দশ আয়াতের ইলম ও আমল শিখতাম’।
[শরহে মুশকিলুল আছার : ১৪৫০]

□ কুরআনের যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা দেয়া:
কুরআন মাজীদ সম্মানিত এবং যারা কুরআনের সাথে থাকবে তাঁরাও সম্মানের অধিকারী। এজন্য কুরআনের যথাযথ মর্যাদা দিতে হবে। কুরআন তিলাওয়াতের সময় তাঁর হক আদায় করতে হবে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তাঁরা তা পাঠ করে যথার্থভাবে। তাঁরাই তাঁর প্রতি ঈমান আনে। আর যে তা অস্বীকার করে, সে-ই ক্ষতিগ্রস্থ।'
[সূরা আল-বাকারাহ : ১২১]

কুরআনকে মহববত করা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে মহববত করার শামিল। আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'যে কুরআনকে মহববত করল সে যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে মহববত করল।'

[জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ৩২৯]

□ কুরআন প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা:

কুরআনের প্রচার, প্রসার ও তা প্রতিষ্ঠার কাজ করা কুরআনের অন্যতম হক। নিজ ব্যবস্থাপনায় কুরআন শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন, কুরআন তিলাওয়াত প্রতিযোগিতা, হিফয প্রতিযোগিতা, কুরআন বুঝার আসর, তাফসীর প্রতিযোগিতা, মাকতাব চালু করা, বিভিন্ন এলাকায় কুরআনের মুয়াল্লিম প্রেরণ বা মুয়াল্লিম স্পন্সর করা, কুরআন বিতরণ করা, কুরআনের মুয়াল্লিম তৈরি করা, কুরআনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত সংস্থাকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা, এ কাজের অন্তর্ভুক্ত। সর্বোপরি কুরআনের বিধান সমাজে প্রতিষ্ঠার কাজ করতে হবে। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, 'আর আমি যেন আল-কুরআন অধ্যয়ন করি, অতঃপর যে হিদায়াত লাভ করল সে নিজের জন্য হিদায়াত লাভ করল; আর যে পথভ্রষ্ঠ হল তাকে বল, আমিতো সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত।'

[সূরা আন-নামল : ৯২]

'হে রাসূল, তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার নিকট যা নাযিল করা হয়েছে, তা পৌঁছে দাও।'

[সূরা আল-মায়িদাহ : ৬৭]

কুরআন তিলাওয়াত, হিফয, প্রচার, প্রসার এবং প্রতিষ্ঠার কাজে আনন্দ প্রকাশ করার সুযোগ রয়েছে। কুরআন এমন একটি কিতাব যা নিয়ে ঈমানদার বান্দাহগণ আনন্দ প্রকাশ করতে পারে। কেননা, আল-কুরআনে বলা হয়েছে, 'হে মানুষ, তোমাদের রবের

পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে উপদেশ এবং অন্তরসমূহে যা থাকে তার শিফা, আর মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত। বল, আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমতে। সুতরাং এ নিয়েই যেন তারা খুশি হয়। এটি যা তারা জমা করে তা থেকে উত্তম'।
[সূরা ইউনুস : ৫৭-৫৮]।

আবূ সাইদ খুদরী রাদি আল্লাহু আনহু বলেন, 'আল্লাহর অনুগ্রহ হলো আল-কুরআন এবং এর অধিকারী হওয়াই রহমত।'
[শুয়াবুল ঈমান]

□ কুরআন পাঠ সম্পর্কে কতিপয় হাদীস:

কুরআন আল্লাহর বাণী। সৃষ্টিকুলের উপর যেমন স্রষ্টার সম্মান ও মর্যাদা অপরিসীম , তেমনি সকল বাণীর উপর কুরআনের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অতুলনীয়। মানুষের মুখে থেকে যা উচ্চারিত হয়, তম্মধ্যে কুরআন পাঠ সর্বাধিক উত্তম। নিম্নে কুরআন পাঠের প্রতিদান সম্পর্কে কতিপয় হাদীস উপস্থাপন করা হল:

□কুরআন শিখানোর প্রতিদান: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "তোমাদের মাঝে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষাকরে ও অন্যকে তা শিক্ষা দেয়।" (বুখারী)

□ কুরআন পাঠের প্রতিদান: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের একটি অক্ষর পড়বে, সে একটি নেকী পাবে। আর একটি নেকী দশটি নেকীর সমপরিমাণ।"
(তিরমিযী)

কুরআন পাঠে যত্ম নেয়ার প্রতিদান: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করবে এবং তা মুখস্থ করবে (এবং বিধি-বিধানের) প্রতি যত্নবান হবে, সে উচ্চ সম্মানিত ফেরেশতাদের সাথে অবস্থান করবে। আর যে ব্যক্তি কষ্ট হওয়া স্বত্বেও কুরআন পাঠ করবে এবং তার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখবে সে দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী হবে।”
(বুখারী ও মুসলিম)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “কিয়ামত দিবসে কুরআন অধ্যয়নকারীকে বলা হবে, কুরআন পড় এবং উপরে উঠ। যেভাবে দুনইয়াতে তারতীলের সাথে কুরআন পড়তে সেভাবে পড়। যেখানে তোমার আয়াত পাঠ করা শেষ হবে, জান্নাতের সেই সুউচ্চ স্থানে তোমার বাসস্থান।”
(তিরমিযী)

ইমাম খাত্তাবী (রহ.) বলেন: হাদীসে এসেছে যে, জান্নাতের সিঁড়ির সংখ্যা হচ্ছে কুরআনের আয়াতের সংখ্যা পরিমাণ। কুরআনের পাঠককে বলা হবে, তুমি যতটুকু কুরআন পড়েছো ততটি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠো। যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ কুরআন পড়েছে সে আখেরাতে জান্নাতের সর্বশেষ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যাবে। যে ব্যক্তি কুরআনের কিছু অংশ পড়েছে সে ততটুকু উপরে উঠবে। অর্থাৎ যেখানে তার পড়া শেষ হবে সেখানে তার সওয়াবের শেষ সীমানা হবে।”

□ কুরআন শুপারিশকারী হবে: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “তোমরা কুরআন পাঠ কর। কেননা কিয়ামতের দিবসে কুরআন তার পাঠকের জন্য সুপারিশ কারী হবে।” (মুসলিম) তিনি আরও বলেন: ” কিয়ামত দিবসে সিয়াম ও কুরআন বান্দার জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে।” (আহমদ, হাকেম হাদীস সহীহ দ্রঃ সহীহ তারগীব তারহীব হা/৯৮৪)

□ কুরআন নিয়ে পরস্পরিক আলোচনা-পর্যালোচনা করার প্রতিদান:

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: “কোন সম্প্রদায় যদি আল্লাহর কোন ঘরে একত্রিত হয়ে কুরআন পাঠ করে এবং তা পরস্পরে শিক্ষা লাভ করে, তবে তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয়, আল্লাহর রহমত তাদেরকে আচ্ছাদিত করে এবং ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখে। আর আল্লাহ তাঁর নিকটস্থ ফেরেশতাদের সামনে তাদের কথা আলোচনা করেন।” (মুসলিম)

□ কিভাবে কুরআন পাঠ করবে? আনাছ বিন মালেক (রা:) কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কুরআন পাঠের পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন: ”তিনি টেনে টেনে পড়তেন, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পাঠ করার সময়

'বিসমিল্লাহ' টেনে পড়তেন 'আর রহমান' টেনে পড়তেন 'আর রাহীম' টেনে পড়তেন।”

(বুখারী)

আমরা কি কুরআনের হকগুলো আদায় করতে পারছি? আদায় করার জন্য কোন প্রচেষ্টা আছে কি? আসুন কুরআনের হকগুলো আদায় করি, কিয়ামাতের সেই ভয়াবহ দিনে কুরআনের সুপারিশ পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করি। আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে কুরআনের হকগুলো যথাযথভাবে পালন করার তাওফীক দিন। আমীন

কুরআন তেলোয়াত সর্বোত্তম ইবাদত

রমজান আল–কোরআন নাজিলের মাস। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘রমজান মাস, যে মাসে নাজিল করা হয়েছে আল–কোরআন, মানুষের জন্য হিদায়াতরূপে এবং পথনির্দেশনার প্রমাণ ও সত্য-মিথ্যা পার্থক্য নিরূপণকারী হিসেবে।’ (সুরা-২ বাকারা, আয়াত: ২৮৫)

তিনটি জিনিস শুধু দেখলেই সওয়াব হয়, তা হলো—কোরআন শরিফ, কাবা শরিফ এবং পিতা–মাতার চেহারা মোবারক। মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) বলেন, ‘কোরআন মজিদ তিলাওয়াত সর্বোত্তম ইবাদত।’ (বায়হাকি)

কোরআন কারিম সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আসমানি কিতাব, যা সর্বশ্রেষ্ঠ ফেরেশতা হজরত জিবরাইল (আ.)–এর মাধ্যমে সর্বশেষ নবী ও রাসুল হজরত মুহাম্মদ (সা.)–এর ওপর নাজিল করা হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত আর নতুন কোনো আসমানি কিতাব নাজিল হবে না এবং নতুন কোনো নবী বা রাসুল আসবেন না।

কিয়ামত পর্যন্ত সব মানুষের জন্য দুনিয়ার শান্তি ও পরকালীন মুক্তির একমাত্র পথনির্দেশ কোরআন মজিদ। কোরআন পাঠ ব্যতিরেকে প্রধান ইবাদত নামাজও আদায় হয় না।

এ জন্যই সহিহভাবে কোরআন তিলাওয়াত শিখতে হবে। কমপক্ষে নামাজ পড়তে যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু শেখা ফরজে আইন।

কোরআন নাজিলের কারণেই শবে কদরের ফজিলত। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘নিশ্চয় আমি কদরের রাতে কোরআন নাজিল করেছি।’ (সুরা-৯৭, আয়াত: ১)

মক্কা–মদিনার ফজিলতও কোরআন নাজিলের কারণেই। কোরআনের সংস্পর্শেই স্বল্প মূল্যের গিলাফ ও সাধারণ রেহালের সম্মান। যে মানুষ কোরআনের যত ধারক–বাহক হবেন, তাঁর সম্মানও ততোধিক হবে।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'কোরআনওয়ালাই আল্লাহওয়ালা এবং আল্লাহ খাস পরিবারভুক্ত।' (মুসনাদে আহমাদ: ১২২৯২) 'যে অন্তরে কোরআন নেই, তা যেন পরিত্যক্ত বিরান বাড়ি।' (তিরমিজি: ২৯১৩) 'হাশরে বিচারের দিনে কোরআন তোমার পক্ষে বা বিপক্ষে সাক্ষী হবে।' (মুসলিম: ২২৩)

কোরআন কারিম তিলাওয়াত, চর্চা ও অনুশীলন যাঁরা করবেন না, তাঁদের বিরুদ্ধে কিয়ামতে আল্লাহর আদালতে প্রিয় রাসুল (সা.) অভিযোগ করবেন, 'রাসুল (সা.) বলবেন, "হে আমার রব! এই লোকেরা কোরআন পরিত্যাগ করেছিল।"'(সুরা-২৫ ফুরকান, আয়াত: ৩০
কুরআন মজিদ শিক্ষা করা ফরজ, শিখে ভুলে গেলে মারাত্মক গুনাহ; অশুদ্ধ বা ভুল পাঠ করা কঠিন পাপের কারণ। তাই কোরআন বিশুদ্ধভাবে শেখা ও সুন্দরভাবে তিলাওয়াত করা জরুরি।

যাঁরা পড়তে জানেন না, তাঁদের শিখতে হবে; যাঁরা শিখে ভুলে গেছেন, তাঁদের পুনরায় পড়তে হবে; যাঁরা ভুল পড়েন, তাঁদের সহিহ–শুদ্ধ করতে হবে। তিন প্রকার লোকের তিলাওয়াতের ভুল মাফ হবে: যাঁরা সহিহ করার আপ্রাণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন, যাঁরা সহিহ করার চেষ্টায় রত আছেন, যাঁদের সহিহ শিক্ষার সুযোগ নেই বা সহিহ ও ভুলের জ্ঞান নেই।

কোরআন কারিম অধ্যয়ন, অনুশীলন ও প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দিয়েই পাঠানো হয়েছিল প্রিয় নবীজি (সা.)–কে। হজরত ইব্রাহিম (আ.) দোয়া করেছিলেন, 'হে আমাদের রব! আপনি

তাদের মাঝে তাদের মধ্য থেকে এমন রাসুল পাঠান, যিনি আপনার আয়াত পাঠ করে শোনাবেন, কিতাব ও হিকমত শেখাবেন এবং তাদের পরিশুদ্ধ করবেন। নিশ্চয়ই আপনি স্নেহশীল ও পরম কৌশলী।' (সুরা-২ বাকারা, আয়াত: **১২৯**

কুরআন তেলোয়াত না শিখলে গুনাহ

ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ রোকন নামাজ আদায়ের সঙ্গে কোরআন তিলাওয়াতের গভীর সম্পর্ক। কারণ, নামাজে কেরাত পড়া বা কোরআন থেকে সর্বনিম্ন তিন আয়াত পরিমাণ তিলাওয়াত করা ফরজ।

এজন্য একজন মুসলিমের ওপর কোরআনের এমন একটি অংশ শিক্ষা করা ফরজ যা দিয়ে সে নিজে নিজে পুরো নামাজ আদায় করতে পারে।

তাই যদি কোনো ব্যক্তি কোরআনের একটি অংশও না শেখে 'যার মাধ্যমে সে তার নামাজ আদায় করতে পারে' তাহলে নামাজ না পড়া বা পড়তে না পারার কারণে নিশ্চিত সে গুনাহগার হবে।

কোরআন তিলাওয়াতের সওয়াব থেকে বঞ্চিত

এর বাইরে একজন মুসলিমের জন্য জীবনে একবার হলেও সম্পূর্ণ কোরআন তিলাওয়াত করা ফরজে কিফায়া। কোনো ব্যক্তি যদি ইসলামের অন্যান্য সব নিয়ম-কানুন মেনে পুরো কোরআন তিলাওয়াত না করেই মারা যায়, তবে সে কোরআন তিলাওয়াতের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে, তবে সে এর কারণে গুনাহগার হবে না।

কিন্তু গুণাহগার হবে না- এমন ভেবে কোরআন তিলাওয়াত শেখার প্রতি গুরুত্ব না দেওয়া একটি গর্হিত কাজ বলে গণ্য হবে। কারণ, হাশরের ময়দানে বান্দার নেক আমল নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, দান-সদকাসহ সব ইবাদতের একটা আকৃতি থাকবে এবং বান্দার মুক্তির জন্য সেগুলো পথপ্রদর্শক হবে। এ সবের মাঝে কোরআনের ভূমিকা থাকবে বেশি।

পরকালে কোরআনের সুপারিশ

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত, নবীজী (সা.) বলেন, 'কোরআন ও রোজা আল্লাহ তাআলার কাছে সুপারিশ করবে। রোজা বলবে, 'আমি তাকে দিনের বেলায় পানাহার ও মনের খায়েশাত মিটানো থেকে বিরত রেখেছিলাম। কোরআন বলবে, আমি তাকে রাতের ঘুম থেকে বিরত রেখেছিলাম। অতএব আমাদের সুপারিশ কবুল করুন। তখন আল্লাহ তাআলা সুপারিশ কবুল করে নিবেন।' (মুসনাদে আহমদ)

সহিহ মুসলিমের আবু উমামা আল বাহিলি (রা.) এর সূত্রে বর্ণিত, নবীজি (সা.) বলেন, ' তোমরা কোরআন পড়ো, কেননা তিলাওয়াতকারীদের জন্য কোরআন সুপারিশকারী হিসেবে আসবে।' (সহিহ মুসলিম: ৮০৪)

নবীজির জীবনচরিতই ছিল কোরআন

এছাড়া মুমিনদের হেদায়েতের জন্য প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ তায়ালা। মানুষের জীবনে কোরআনের বিধান বাস্তবায়নে পুরো জীবন ব্যয় করেছেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তার জীবনযাপন ও জীবনচরিতই ছিলো কোরআন।

উম্মুল মুমিমীন হজরত আয়েশা (রা.)-কে নবীজির চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, ‘জেনে রাখো! পুরো কোরআনই হলো রাসুল (সা.)-এর চরিত্র।’ অর্থাৎ তিনি ছিলেন আল-কোরআনের বাস্তব নমুনা। (মুসনাদ আহমদ: ২৫৮১৩)

কোরআন চর্চায় উদ্বুদ্ধ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উম্মতদের কোরআন চর্চা ও কোরআন অনুযায়ী জীবনযাপনের নির্দেশ দিয়েছেন এবং কোরআনের প্রতি আমলে উদ্বুদ্ধ করেছেন বিভিন্ন হাদিসে।

এক হাদিসে হজরত আনাস বিন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন, কিছু মানুষ আল্লাহর পরিজন। সাহাবিরা জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসুল, তারা কারা? তিনি বলেন, কোরআন তিলাওয়াতকারীরা আল্লাহর পরিজন এবং তাঁর বিশেষ বান্দা।’ -(ইবনে মাজাহ: ২১৫)

এমনকি যারা সবসময় কোরআন তিলাওয়াত করে তাদের নিয়ে ঈর্ষা করাও জায়েজ বলা হয়েছে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দুই ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে ঈর্ষা করা যায় না। এক ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তায়ালা কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন এবং সে তা দিন-রাত তিলাওয়াত করে। আর তা শুনে তার প্রতিবেশীরা বলে, হায়! আমাদের যদি এমন জ্ঞান দেওয়া হতো, যেমন অমুককে দেওয়া হয়েছে, তাহলে আমিও তার মতো আমল করতাম।

অন্য ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন এবং সে সত্য ও ন্যায়ের পথে সম্পদ খরচ করে। এ অবস্থা দেখে অন্য এক ব্যক্তি বলে, হায়! আমাকে যদি অমুক ব্যক্তির মতো সম্পদ দেওয়া হতো, তাহলে সে যেমন ব্যয় করছে, আমিও তেমন ব্যয় করতাম।' -(বুখারি: ৫০২৬)

প্রতিদিন কতটুকু কুরআন তেলোয়াত করবেন

আলেমদের পরামর্শ হলো—প্রতিদিন হাফেজ নন এমন ব্যক্তির এক পারা কোরআন তিলাওয়াত করা উচিত। যেন মাসে এক খতম পূর্ণ হয়ে যায়। আর হাফেজদের তিন পারা তিলাওয়াত করা উচিত। যারা কোরআন না পড়তে পড়তে এমনভাবে ভুলে যায় যে দেখেও পড়তে পারে না। তাদের ব্যাপারে হাদিসে কঠিন শাস্তির ধমকি এসেছে। তারা কেয়ামতের দিন অঙ্গহানি অবস্থায় আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। (আবু দাউদ: ১৪৭৪)

তাই যারা কোরআন পড়তে জানে না, তাদের শেখার চেষ্টা করতে হবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি, যে কোরআন শিক্ষা গ্রহণ করে ও কোরআন শিক্ষা দেয়।' (আবু দাউদ: ১৪৫২)

আরও ইরশাদ হয়েছে, 'যারা সহি শুদ্ধভাবে কোরআন তিলাওয়াত করে, তারা নেককার সম্মানিত ফেরেশতাদের সমতুল্য মর্যাদা পাবে এবং যারা কষ্ট সত্ত্বেও কোরআন সহি শুদ্ধভাবে পড়ার চেষ্টা ও মেহনত চালিয়ে যায়, তাদের জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব। (আবু দাউদ: ১৪৫৮)

যে কোরআন শেখা থেকে বিমুখ থাকে পরকালে তার জন্য দুর্ভোগ অপেক্ষা করছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘আর যে আমার জিকির (কোরআন) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, নিশ্চয় তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি কিয়ামতের দিন তাকে অন্ধ অবস্থায় উঠাবো। সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালেন ? অথচ আমিতো ছিলাম দৃষ্টিশক্তি সম্পন্নণ? তিনি বলবেন, অনুরূপভাবে তোমার নিকট আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, অতঃপর তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে এবং সেভাবেই আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হল।’ (সূরা তাহা-১২৪-১২৬)

কোরআন শিক্ষা থেকে বিরত থাকার কারণে কোরআন মানুষের বিপক্ষের দলীল হিসাবে উপস্থিত হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কোরআন তোমার পক্ষে কিংবা বিপক্ষের দলীল। (সহীহ মুসলিম: ৩২৮)

শিক্ষা না করার কারণে জাহান্নামে যেতে হবে বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি বলেছেন, ‘কোরআন সুপারিশকারী এবং তার সুপারিশ গ্রহণযোগ্য। সুতরাং যে ব্যক্তি কোরআনকে সামনে রেখে তার অনুসরণ করবে, কোরআন তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি একে নিজ পশ্চাতে রেখে দিবে, কোরআন তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।’ (সহীহ ইবনে হিববান : ১২৪)

মানুষের কিছু কর্তব্য রয়েছে

১. কুরআন শিক্ষা ফরয : প্রত্যেক মুসলিমকে কুরআন পড়া জানতে হবে। যে নিজেকে মুসলিম হিসাবে দাবী করবে, তাকে অবশ্যই কুরআন শিক্ষা করতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা কুরআন শিক্ষা করা ফরয করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন-اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَق ‘পড় তোমার রবের নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন’ (আলাক ১)। আল্লাহ আরো বলেন, كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَاب ‘আমি

তোমার প্রতি নাযিল করেছি এক বরকতময় কিতাব, যাতে তারা এর আয়াতসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে এবং যাতে বুদ্ধিমানগণ উপদেশ গ্রহণ করে (ছোয়াদ ২৯)।

উম্মতকে কুরআন শিক্ষার নির্দেশ দিয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, تعلموا القرآن وسلوا الله به الجنة قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا فإن القرآن يتعلمه ثلاثة نفر رجل يباهى به ورجل يستأكل به ورجل يقرأه لله 'তোমরা কুরআন শিক্ষা কর এবং কুরআনকে আল্লাহ্র নিকট জান্নাত লাভের অসীলা বানিয়ে নাও, সেই দিন আসার পূর্বে যেদিন মানুষ দুনিয়াবী স্বার্থে কুরআন শিখবে। কেননা তিন প্রকার মানুষ কুরআন শিক্ষা করে-(১) ঐ ব্যক্তি যে তা নিয়ে গর্ব-অহংকার প্রকাশ করে। (২) ঐ ব্যক্তি যে তা দিয়ে পেট চালাতে চায়। (৩) যে ব্যক্তি কেবল আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই তা পাঠ করে (বায়হাক্বী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৫৮)।

তিনি আরো বলেন, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَه 'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে-ই, যে কুরআন নিজে শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়' (বুখারী, মিশকাত ২১০৯)।

২. কুরআনের চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া : কুরআন শুধু শিক্ষা করাই যথেষ্ট নয়; বরং কুরআনের শিক্ষাকে নিজের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করতে হবে। আয়েশা (রাঃ)-কে রাসূল (ছাঃ)-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তোমরা কি কুরআন পড়নি? كان خلقه القرآن 'তাঁর চরিত্র ছিল কুরআন' (আহমাদ হা/২৪৬৪৫)। আলী (রাঃ) বলেন, اعْمَلُوا بِهِ ، فَإِنَّمَا الْعَالِمُ مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَوَافَقَ عِلْمُهُ عَمَلَهُ ، وَسَيَكُونُ أَقْوَامٌ يَحْمِلُونَ الْعِلْمَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُم 'হে কুরআন বহনকারী! বা হে জ্ঞানী! তুমি কুরআনের উপর আমল কর, কেননা ইলম আমলের উপর নির্ভরশীল। কুরআনের ইলমের সাথে তোমার আমলকে মিলিয়ে নাও। কেননা অচিরেই এমন সম্প্রদায়ের

অবির্ভাব হবে যারা জ্ঞানের অধিকারী হবে বটে; কিন্তু তাদের জ্ঞান তাদের কণ্ঠনালীও অতিক্রম করবে না' (দারেমী হা/৩৮২, সনদ ত্রুটিযুক্ত)।

৩. কুরআনের শিক্ষাকে প্রচার করা : কুরআনের শিক্ষাকে প্রচারের জন্য আল্লাহ তাঁর রাসূলকে কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়ে বলেন, يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَه 'হে রাসূল! আপনার প্রভুর পক্ষ হতে আপনার নিকট যা নাযিল করা হয়েছে, তা (মানুষের কাছে) পৌঁছে দিন এবং যদি আপনি না করেন তবে আপনি তাঁর রিসালাত পেঁŠছালেন না (মায়েদা ৬৭)।' এ নির্দেশের আলোকে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম কুরআনের প্রচার-প্রসারে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছেন। উম্মতকেও এ দায়িত্ব পালনের জন্য জোর তাক্বীদ দিয়ে তিনি বলেন, بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً 'তোমরা আমার পক্ষ থেকে (আল্লাহ্র বাণী) পৌঁছিয়ে দাও, যদি একটি আয়াতও হয় (তবুও)' (বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮)।

৪. কুরআন নিয়মিত তেলাওয়াত করা : কুরআন তেলাওয়াত একটি বড় ইবাদত। পবিত্র কুরআন ও হাদীছে বহু স্থানে কুরআন তেলাওয়াতের ফযীলত নিয়ে আলোচিত হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) প্রতি রাতে দীর্ঘ সময় ধরে কুরআন তেলাওয়াতে রত থাকতেন। আবু হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি একদিন রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে রাতের ছালাত আদায় করলাম। এসময় তিনি এক রাক'আতেই সূরা বাক্বারা, আলে ঈমরান ও নিসা পড়েন (নাসাঈ হা/১০০৯, ছহীহ)। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে কুরআন তেলাওয়াতের নির্দেশ দিয়ে বলেন, يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ- قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا- نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا- أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا 'হে বস্ত্রাবৃত! রাত্রি জাগরণ কর, তবে কিহর অংশ ব্যতীত। রাতের অর্ধেক কিংবা তারচেয়ে কিহরটা কম কর। অথবা তার চেয়ে একটু বাড়াও। আর স্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে কুরআন তেলাওয়াত কর (মুয্যাম্মিল ১-৪)।

কুরআনকে যথাযথ মর্যাদা প্রদান করা : কুরআনকে অবশ্যই কুরআনের মর্যাদা দিতে হবে। কুরআনকে সর্বদা উঁচু স্থানে রাখতে হবে। কেননা কুরআন অন্যান্য গ্রন্থের মত নয়। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوب 'যে আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে সম্মান করে, নিঃসন্দেহে তা অন্তরের তাকওয়া থেকেই' (হজ্জ ৩২)। সুতরাং কিতাব খোলা রেখে গল্পগুজব করা বা উঠে যাওয়া অসম্মানজনক কাজ। মানুষের হৈ-হল্লা হয় এমন স্থানেও কুরআন তেলাওয়াত বাজানো ঠিক নয়। কিতাবের পৃষ্ঠা মুড়া বা অহেতুক দাগাদাগি করাও ঠিক নয়। আল্লাহ বলেন, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون 'আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা ম

নোযোগ দিয়ে শোন এবং চুপ থাক, যাতে তোমরা রহমত লাভ কর' (আ'রাফ ২০৪)।

কুরআন শিক্ষা ও তেলোয়াতের ফজিলত

১. কুরআন তেলাওয়াত এক চিরস্থায়ী লাভজনক ব্যবসা : কুরআন তেলাওয়াত আল্লাহর সাথে বান্দার একটি লাভজনক ব্যবসা। বিভিন্ন ব্যবসায় লাভ এবং ক্ষতি দুটিরই সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু এখানে লাভ ছাড়া কোন প্রকার ক্ষতির অংশ নেই। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন- إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ (29) لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُور 'যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, ছালাত কায়েম করে, আমার দেয়া রিযিক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই আশা করতে পারে এমন ব্যবসার, যা কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। কারণ আল্লাহ তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরো অধিক দান করবেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান (ফাতির ২৯-৩০)।

২. অফুরন্ত ছওয়াব অর্জন : কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে বিরাট ছওয়াব অর্জন করার সুযোগ রয়েছে। এর সাথে অনেক উপকারিতাও রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرَةِ أَمْثَالِهَا أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ: الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلْفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْف ‘যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পাঠ করে, তাকে একটি নেকী প্রদান করা হয়। প্রতিটি নেকী দশটি নেকীর সমান। আমি বলি না যে, আলিফ-লাম-মীম একটি হরফ। বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ, মীম একটি হরফ (তিরমিযী, মিশকাত হা/২১৩৭)।’ এছাড়া নির্ধারিত সময় ও দিনে কুরআনের বিশেষ বিশেষ আয়াত পাঠে বহু ফযীলত নিহিত রয়েছে। যেমন যদি কোন ব্যক্তি শুক্রবারে সূরা কাহাফ পড়ে, তবে তা পরবর্তী জুম‘আ পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়টুকু তার জন্য আলোকিত করে রাখে (অর্থাৎ তার ছওয়াব ও কল্যাণ সে লাভ করে) (বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২১৭৫, হাসান)।

৩. কুরআনের শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সর্বোত্তম ব্যক্তি : কুরআন শিক্ষার মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতে শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রভূত কল্যাণ অর্জন করা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন ‘তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে ও অপরকে শিক্ষা দেয়’ (বুখারী, মিশকাত ২১০৯)। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ وَهُوَ يَشُقُّ عَلَيْهِ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ ‘কুরআন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি পুণ্যবান, সম্মানিত ফেরেশতাদের সাথে থাকবে, আর যে ব্যক্তি কষ্টের সাথে বারবার চেষ্টা করে কুরআন পড়ে, তার জন্য দ্বিগুণ ছওয়াব রয়েছে (মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/২১১২)।

৪. কুরআন তেলাওয়াতকারীর পক্ষে সুপারিশ করবে : ‘কেয়ামতের ভয়াবহ দিনে কুরআন তেলাওয়াতকারীর পক্ষে সুপারিশ করবে। এটা বিরাট সৌভাগ্যের বিষয়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ ؛ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعاً لأَصْحَابِه ‘তোমরা কুরআন

তেলাওয়াত কর, কারণ কুরআন কিয়ামতের দিন তেলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করবে' (মুসলিম, মিশকাত হা/২১২০)।

৫. কুরআন পড়া উত্তম সম্পদ অর্জন : কুরআন পড়া বা শিক্ষা দেয়ার কাজে নিয়োজিত থাকা পৃথিবীর সর্বোত্তম সম্পদ অর্জন করার সমতুল্য। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ কেন সকালে মসজিদে গিয়ে আল্লাহ্র কুরআন হতে দুটি আয়াত পড়ে না বা শিক্ষা দেয় না? তাহলে সেটি তার জন্য দুটি উট লাভ করার চেয়ে উত্তম হবে। তিনটি আয়াত তিনটি উট অপেক্ষা উত্তম। চারটি আয়াত চার উট অপেক্ষা উত্তম। অনুরূপ আয়াতের সংখ্যা অনুপাতে উটের সংখ্যা অপেক্ষা উত্তম (মুসলিম, মিশকাত হা/২১১০)।

৬. কুরআন তেলাওয়াত ঈমান বৃদ্ধি করে : কুরআন তেলাওয়াত বান্দাহ্র জন্য এমন উপকারী যে, তা তেলাওয়াত করলে ঈমান বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُون 'মুমিন তো তারা, যাদের অন্তরসমূহ কেঁপে উঠে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং যারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে' (আনফাল ২)। কুরআনে আরো এসেছে, الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِه 'যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তা পাঠ করে যথার্থভাবে। তারাই এর প্রতি ঈমান এনেছে' (বাক্বারা ১২১)।

৭. কুরআন শিক্ষা অন্তরের প্রশান্তি : মানব জীবনে অর্থ বা অন্যান্য কারণে জাগতিক তৃপ্তি আসলেও প্রকৃত তৃপ্তি ও শান্তি লাভ কুরআন শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব। এজন্য কুরআনে বলা হয়েছে, الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوب 'যারা ঈমান আনে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহ্র যিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে। জেনে রাখ, আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায় (রা'দ ২৮)।

৮. কুরআনের ধারক-বাহক ঈর্ষণীয় ব্যক্তি : কোন ব্যক্তি কুরআনের জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে তার হক আদায় করে তেলাওয়াত করলে তার সাথে ঈর্ষা করা যাবে অর্থাৎ তার মত হওয়ার আকাঙ্খা করা যাবে, যাকে গিবতাহ বলা হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ 'একমাত্র দুই ব্যক্তির উপর ঈর্ষা করা যায়। এক ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের ইলম দান করেছেন, সে দিবা-রাত্রি ঐ কুরআন তেলাওয়াতে ব্যস্ত থাকে...(মুত্তাফাক আলাইহ হা/২০২)।

৯. জান্নাত লাভ : প্রত্যেক মুমিনের সর্বোচ্চ কামনা হল জান্নাত লাভ। কুরআন শিক্ষা করা মানুষের জন্য জান্নাত লাভের কারণ হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -- وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ قَالَ فَيُشَفَّعَانِ 'ছিয়াম ও কুরআন কিয়ামাতের দিন মানুষের জন্য সুপারিশ করবে...কুরআন বলবে, হে আমার রব! আমাকে অধ্যয়নরত থাকায় রাতের ঘুম থেকে আমি তাকে বিরত রেখেছি। তাই তার ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ কবুল কর। তিনি বলেন, অতঃপর উভয়ের সুপারিশই কবুল করা হবে (বায়হাক্বী, মিশকাত হা/১৯৬৩)।

কুরআনের প্রতি মানুষের হক

পবিত্র কুরআন কোন সাধারণ গ্রন্থ নয়। এটা এমন এক গ্রন্থ যা আল্লাহ রাববুল আলামীন বিশ্ব মানবতার হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেছেন। অতএব কুরআনের প্রকৃত হক্ব আদায় করার জন্য মানুষের উপর অবশ্য পালনীয় কিছুর কর্তব্য রয়েছে। যা নিম্নরূপ-

১. কুরআন শিক্ষা ফরয : প্রত্যেক মুসলিমকে কুরআন পড়া জানতে হবে। যে নিজেকে মুসলিম হিসাবে দাবী করবে, তাকে অবশ্যই কুরআন শিক্ষা করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা কুরআন শিক্ষা করা ফরয করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন- اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ 'পড় তোমার রবের নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন' (আলাক ১)।

আল্লাহ আরো বলেন, ِكِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَاب ‘আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি এক বরকতময় কিতাব, যাতে তারা এর আয়াতসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে এবং যাতে বুদ্ধিমানগণ উপদেশ গ্রহণ করে (ছোয়াদ ২৯)।

উম্মতকে কুরআন শিক্ষার নির্দেশ দিয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, تعلموا القرآن وسلوا الله به الجنة قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا فإن القرآن يتعلمه ثلاثة نفر رجل يباهى به ورجل يستأكل به ورجل يقرأه لله ‘তোমরা কুরআন শিক্ষা কর এবং কুরআনকে আল্লাহ্র নিকট জান্নাত লাভের অসীলা বানিয়ে নাও, সেই দিন আসার পূর্বে যেদিন মানুষ দুনিয়াবী স্বার্থে কুরআন শিখবে। কেননা তিন প্রকার মানুষ কুরআন শিক্ষা করে-(১) ঐ ব্যক্তি যে তা নিয়ে গর্ব-অহংকার প্রকাশ করে। (২) ঐ ব্যক্তি যে তা দিয়ে পেট চালাতে চায়। (৩) যে ব্যক্তি কেবল আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই তা পাঠ করে (বায়হাক্বী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৫৮)।

তিনি আরো বলেন, ُخَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَه ‘তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে-ই, যে কুরআন নিজে শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়’ (বুখারী, মিশকাত ২১০৯)।

২. কুরআনের চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া : কুরআন শুধু শিক্ষা করাই যথেষ্ট নয়; বরং কুরআনের শিক্ষাকে নিজের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করতে হবে। আয়েশা (রাঃ)-কে রাসূল (ছাঃ)-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তোমরা কি কুরআন পড়নি? كان خلقه القرآن ‘তাঁর চরিত্র ছিল কুরআন’ (আহমাদ হা/২৪৬৪৫)। আলী (রাঃ) বলেন, اعْمَلُوا بِهِ ، فَإِنَّمَا الْعَالِمُ مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَوَافَقَ عِلْمُهُ عَمَلَهُ ، وَسَيَكُونُ ْأَقْوَامٌ يَحْمِلُونَ الْعِلْمَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُم ‘হে কুরআন বহনকারী! বা হে জ্ঞানী! তুমি কুরআনের উপর আমল কর, কেননা ইলম আমলের উপর নির্ভরশীল। কুরআনের ইলমের সাথে তোমার আমলকে মিলিয়ে নাও। কেননা অচিরেই এমন সম্প্রদায়ের অবির্ভাব হবে যারা জ্ঞানের অধিকারী হবে বটে; কিন্তু তাদের জ্ঞান তাদের কণ্ঠনালীও অতিক্রম করবে না’ (দারেমী হা/৩৮২, সনদ ত্রুটিযুক্ত)।

৩. কুরআনের শিক্ষাকে প্রচার করা : কুরআনের শিক্ষাকে প্রচারের জন্য আল্লাহ তাঁর রাসূলকে কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়ে বলেন, يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَه 'হে রাসূল! আপনার প্রভুর পক্ষ হতে আপনার নিকট যা নাযিল করা হয়েছে, তা (মানুষের কাছে) পৌঁছে দিন এবং যদি আপনি না করেন তবে আপনি তাঁর রিসালাত পেঁŠছালেন না (মায়েদা ৬৭)।' এ নির্দেশের আলোকে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম কুরআনের প্রচার-প্রসারে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছেন। উম্মতকেও এ দায়িত্ব পালনের জন্য জোর তাক্বীদ দিয়ে তিনি বলেন, بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً 'তোমরা আমার পক্ষ থেকে (আল্লাহ্র বাণী) পৌঁছিয়ে দাও, যদি একটি আয়াতও হয় (তবুও)' (বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮)।

৪. কুরআন নিয়মিত তেলাওয়াত করা : কুরআন তেলাওয়াত একটি বড় ইবাদত। পবিত্র কুরআন ও হাদীছে বহু স্থানে কুরআন তেলাওয়াতের ফযীলত নিয়ে আলোচিত হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) প্রতি রাতে দীর্ঘ সময় ধরে কুরআন তেলাওয়াতে রত থাকতেন। আবু হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি একদিন রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে রাতের ছালাত আদায় করলাম। এসময় তিনি এক রাক'আতেই সূরা বাক্বারা, আলে ঈমরান ও নিসা পড়েন (নাসাঈ হা/১০০৯, ছহীহ)। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে কুরআন তেলাওয়াতের নির্দেশ দিয়ে বলেন, يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ- قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا- نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا- أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا 'হে বস্ত্রাবৃত! রাত্রি জাগরণ কর, তবে কিহর অংশ ব্যতীত। রাতের অর্ধেক কিংবা তারচেয়ে কিহরটা কম কর। অথবা তার চেয়ে একটু বাড়াও। আর স্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে কুরআন তেলাওয়াত কর (মুয্যাম্মিল ১-৪)।

কুরআনকে যথাযথ মর্যাদা প্রদান করা : কুরআনকে অবশ্যই কুরআনের মর্যাদা দিতে হবে। কুরআনকে সর্বদা উঁচু স্থানে রাখতে হবে। কেননা কুরআন অন্যান্য গ্রন্থের মত নয়। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوب 'যে আল্লাহর

নিদর্শনসমূহকে সম্মান করে, নিঃসন্দেহে তা অন্তরের তাকওয়া থেকেই' (হজ্জ ৩২)। সুতরাং কিতাব খোলা রেখে গল্পগুজব করা বা উঠে যাওয়া অসম্মানজনক কাজ। মানুষের হৈ-হল্লা হয় এমন স্থানেও কুরআন তেলাওয়াত বাজানো ঠিক নয়। কিতাবের পৃষ্ঠা মুড়া বা অহেতুক দাগাদাগি করাও ঠিক নয়। আল্লাহ বলেন, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون 'আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন এবং চুপ থাক, যাতে তোমরা রহমত লাভ কর' (আ'রাফ ২০৪)।

কুরআন শিক্ষা না করার পরিণতি

১. রাসূল (ছাঃ)-এর অভিযোগ পেশ : কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার অনুমতিতে রাসূল (ছাঃ) উম্মাতের জন্য শাফা'আত করবেন। কিন্তু যারা কুরআন শিক্ষা করেনি, কুরআনের যেসব হক্ব রয়েছে তা আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন নবী (ছাঃ) তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ পেশ করবেন। কুরআনে এসেছে, وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا 'আর রাসূল বলবেন, 'হে আমার রব, নিশ্চয় আমার কওম এ কুরআনকে পরিত্যাজ্য গণ্য করেছে' (ফুরকান ৩০)। ইবন কাছীর বলেন, কুরআন না পড়া, তা অনুসারে আমল না করা, তা থেকে হেদায়াত গ্রহণ না করা, এ সবই কুরআন পরিত্যাগ করার শামিল (৬/১৮৮ পৃঃ)।

২. কিয়ামত দিবসে অন্ধ, মূক ও বধির হয়ে উঠবে : যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা থেকে বিমুখ হয়ে থাকল, সে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন অন্ধ, মূক ও বধির হয়ে উঠবে। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى 'আর যে আমার যিকর (কুরআন) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, নিশ্চয় তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি কিয়ামতের দিন তাকে অন্ধ অবস্থয় উঠাব। সে বলবে, হে আমার রব! কেন আপনি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালেন? অথচ আমি তো ছিলাম

দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন? তিনি বলবেন, অনুরূপভাবে তোমার নিকট আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, অতঃপর তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে এবং সেভাবেই আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হল' (ত্বহা ১২৪-১২৬)। আল্লাহ আরো বলেন, وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا 'আমি কিয়ামতের দিন তাদেরকে সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ অবস্থায়, মূক অবস্থায়, বধির অবস্থায়। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম। যখন জাহান্নামের আগুন নির্বাপিত হওয়ার উপক্রম হবে আমি তখন তাদের জন্য অগ্নির দাহিকাশক্তি আরও বাড়িয়ে দেব' (বনী-ঈসরাইল ৯৭)।

৪. গাফেল হিসাবে চিহ্নিত হবে : কুরআন শিক্ষা না করা ব্যক্তি গাফেল। কুরআনের ভাষায় তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত অজ্ঞানতা ও মূর্খতার মাঝে নিমজ্জিত রয়েছে। আল্লাহ বলেন, أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُون 'এরা চতুস্পদ জন্তুর ন্যায় বরং এরা তাদের চেয়েও আরো অধম ও নিকৃষ্ট। এরাই হল গাফেল' (আরাফ ১৭৯)।

৫. কুরআন বিরোধী দলীল হিসাবে উপস্থাপিত হবে : কুরআন শিক্ষা থেকে বিরত থাকার কারণে কুরআন তার বিপক্ষের দলীল হিসাবে উপস্থিত হবে। রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, وَالْقُرْآنُ حَجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْك 'কুরআন তোমার পক্ষে কিংবা বিপক্ষের দলীল (মুসলিম, মিশকাত হা/২৮১)।

৬. জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে : কুরআন শিক্ষা না করা জাহান্নামে প্রবেশের কারণ হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْقُرْآنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ ومَاحِلٌ مُصَدَّقٌ ، فَمَنْ جَعَلَهُ إمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ قَادَهُ إِلَى النَّار 'কুরআন সুপারিশকারী এবং তাঁর সুপারিশ গ্রহণযোগ্য। কুরআন বিতর্ককারী এবং তার বিতর্ক সত্যায়ন করা হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি কুরআনকে সামনে রেখে তাঁর অনুসরণ করবে, কুরআন তাকে জান্নাতে নিয়ে

যাবে। আর যে ব্যক্তি একে নিজ পশ্চাতে রেখে দিবে, কুরআন তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে’ (ছহীহ ইবনে হিববান হা/১২৪)।

৭. আখেরাতে জবাবদিহি করতে হবে : কুরআন শিক্ষা না করলে এ বিষয়ে আখেরাতে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ‘নিশ্চয় এ কুরআন তোমার জন্য এবং তোমার কওমের জন্য উপদেশ। আর অচিরেই তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে (যুখরুফ ৪৪)।

কুরআন তেলোয়াতের আদব

১. প্রাথমিক আদব : কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে ইখলাসের সাথে পূত-পবিত্র নিষ্কলুষ মন নিয়ে। ‘মাছহাফ’ নিয়ে বসলে অযু করে পবিত্র হয়ে বসাটাই সর্বোত্তম, কেননা কুরআন তেলাওয়াত সর্বোত্তম ইবাদত। তবে অযু না থাকলেও প্রয়োজনে মাছহাফ স্পর্শ করে কুরআন তেলাওয়াত করা যাবে (অপবিত্র অবস্থায় না থাকলে)। তেলাওয়াত শুরুর পূর্বে ‘আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রজীম’ পাঠ করে শয়তানের কাছ থেকে আল্লাহ্র নিকট পরিত্রাণ চাইতে হবে (নাহল ৯৮)। অতঃপর কোন সূরার শুরু থেকে হলে ‘বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম’ বলে কুরআন তেলাওয়াত শুরু করতে হবে, নতুবা ‘আউযুবিল্লাহ’ই যথেষ্ট। মসজিদে বা পবিত্র কোন জায়গায় বসে তেলাওয়াত করতে হবে। তবে এমনিতে দাড়িয়ে, শুয়ে, আরোহী হয়ে সর্বাবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত করা যায় (আলে ঈমরান ১৯১)।

২. তেলাওয়াতের সময় অন্তরকে একনিষ্ঠ করতে হবে : তেলাওয়াত করার সময় অন্তরকে আল্লাহ্র দিকে একনিষ্ঠভাবে রুজূ‘ করে দিতে হবে। কেননা ইবাদতের মূল হল খুলূছিয়াত বা একনিষ্ঠতা (বাইয়েনাহ ৫, ফুছছিলাত ১৪)। রাসূল (ছাঃ) বলেন, اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَابْتَغُوا بِهِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ قَوْمٌ يُقِيمُونَهُ إِقَامَةَ الْقِدْحِ يَتَعَجَّلُونَهُ

وَلَا يَتَأَجَّلُونَه ‘তোমরা কুরআন পড় এবং এর বিনিময় আল্লাহ্র কাছে কামনা কর, ঐ সম্প্রদায় আসার পূর্বেই, যারা কুরআনকে তীর রাখার মত করে রাখবে। তারা কুরআন থেকে পরকালীন লাভের পরিবর্তে দুনিয়াবী লাভ আশা করবে (আহমাদ হা/১৪৮৫৫, ছহীহ)।

৩. কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে তাজবীদ সহকারে : কুরআন ধীরে-সুস্থে তারতীলসহ পড়া অপরিহার্য। আল্লাহ বলেন, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ‘এবং তুমি কুরআন তেলাওয়াত কর তারতীল সহকারে’ (মুযাম্মিল ৩)। রাসূল (ছাঃ) ধীরে ধীরে প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করে তেলাওয়াত করতেন, কোন তাড়াহুড়া করতেন না (আবুদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২২০৫, সনদ ছহীহ)। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, زيّنوا القرآن بأصواتكم ‘তোমরা কুরআন তেলাওয়াত কর সুন্দর কণ্ঠে (আহমাদ, আবু দাউদ, মিশকাত হা/২১৯৯, ছহীহ)। বারা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর চেয়ে সুমধুর কণ্ঠে তেলাওয়াত আর শুনিনি (মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৮৩৪)। ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন, তোমরা কুরআনকে বালুর মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়বে না আবার সঙ্গীতের মত উচ্চ বা হ্রস্ব সুরে ঝুলিয়ে পড়বে না বরং পড়ার সময় কুরআনের মু‘জিযাকে থেমে থেমে অনুধাবন করবে এবং অন্তরকে আন্দোলিত করে পড়বে।

৪. অর্থ বুঝে পড়তে হবে : পবিত্র কুরআন বুঝে পড়া আবশ্যক। কারণ কুরআন নাযিল করা হয়েছে যেন জ্ঞানীরা তাতে চিন্তা-ভাবনা করে। পবিত্র কুরআনে বারবার কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করার কথা বলা হয়েছে। অর্থ না বুঝলে অনুবাদের সহযোগিতা নিয়ে যথাসম্ভব বুঝার চেষ্টা করতে হবে। নতুবা কুরআন নাযিলের মৌলিক উদ্দেশ্য বাধাপ্রাপ্ত হয়। ছাহাবায়ে কেরাম সাধারণতঃ দশটি আয়াতও অতিক্রম করতেন না যতক্ষণ তাতে কি রয়েছে তা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ না করতেন এবং তা আমলে পরিণত না করতেন। রাসূল (ছাঃ) কুরআন তেলাওয়াত করার সময় এতটাই একনিষ্ঠতা নিয়ে

পড়তেন যে, যখন কোন তাসবীহের আয়াত আসত, তিনি মনে মনে তাসবীহ পড়তেন; প্রার্থনার আয়াত আসলে প্রার্থনা করতেন এবং আশ্রয় প্রার্থনামূলক আয়াত আসলে আশ্রয় চাইতেন (নাসাঈ হা/১৬৬৪, ছহীহ)।

৫. অন্তরকে বিগলিত করে পড়তে হবে : কুরআন তেলাওয়াতের সময় রাসূল (ছাঃ) এতটাই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়তেন যে, কান্নায় তার বক্ষদেশ থেকে ফুটন্ত পানির মত শব্দ হত (আহমাদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১০০০)। আল্লাহ বলেন, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَق 'আর রাসূলের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে যখন তারা তা শুনে, তুমি দেখবে তাদের চক্ষু অশ্রুসজল হচ্ছে, কারণ তারা সত্য হতে জেনেছে (মায়েদা ৮৩)।'

৬. তেলাওয়াত শ্রবণে একাগ্রতা : রেডিও-টিভিতে কুরআন তেলাওয়াত শ্রবণের সময় গভীরভাবে হৃদয় দিয়ে তা শুনতে হবে। আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাকে একদিন রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমাকে কুরআন পড়ে শোনাও। আমি বললাম, আপনার উপরই কুরআন নাযিল হয়েছে, আর আমি আপনাকে পড়িয়ে শোনাব? রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমি অন্য কারো কাছ থেকে কুরআন পড়া শুনতে ভালবাসি। অতঃপর আমি সূরা নিসা পড়ে শুনালাম। যখন আমি ৪৪ নং আয়াতে পৌঁছলাম, রাসূল (ছাঃ) আমাকে থামিয়ে দিলেন। আমি দেখলাম, আয়াতটি শ্রবণে তাঁর দু'চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় ক্রন্দনধারা ঝরছে (বুখারী, মিশকাত হা/২১৯৫)।

সহজে কুরআন শিখার উপায়

কুরআন শিক্ষার অনেক বই আপনি কিনতে পেয়ে যাবেন লাইব্রেরীতে। পাশাপাশি এখন ইন্টারনেটেও অনেক রিসোর্স পেয়ে যাবেন। সেগুলো পাঠ করে খুব সহজেই আপনি কুরআন শিখতে পারবেন। অথবা আপনি কুরআন শিক্ষার কোর্সও করে নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে খুব সহজেই দক্ষ শিক্ষকের মাধ্যমে দ্রুত কুরআন মাজিদ শিখতে পারবেন। কিন্তু মানুষ আসলে শুরু করতেই ভয় পায়। এখানে আমরা কুরআন শিক্ষার এমন কিছু উপায় আপনাদের সাথে শেয়ার করবো, যে পুরো বিষয় টা খুব সহজ হয়ে যাবে আপনার কাছে। চলুন শুরু করা যাকঃ

মন শুদ্ধ করুন এবং শেখার পরিবেশ সৃষ্টি করুন

কুরআন সবথেকে পবিত্র একটি গ্রন্থ। তাই এটি পাঠ করার জন্য একটি সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করে নিতে হবে প্রথমেই। মন থেকে সকল অশুদ্ধতা দুর করে ফজরের নামাজের পর পরই কুরআন শিখার চেষ্টা করতে হবে। এসময়টিই আসলে সঠিক সময় কুরআন পাঠের। এসময় মানুষের প্রোডাক্টিভিটি সব থেকে বেশি থাকে এবং সব কিছু সহঝেই মানুষ বুঝতে ও শিখতে পারেন। পাঠের সময় অবশ্যই একটি পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও পাক পবিত্র জায়গায় বসবেন। এই জিনিসগুলো নিশ্চিত করে কুরআন শিক্ষা শুরু করবেন।

প্রথমে প্রাথমিক বিষয় গুলো জানুন

কুরআন শিক্ষার প্রথম ধাপে আপনাকে এর মৌলিক বিষয়গুলো আপনাকে খুব ভালোভাবে এবং গুরুত্ব সহকারে শিখতে হবে। যেমন, কুরানের ধ্বনিবিদ্যা, এর হরফ বা অক্ষরগুলো, হরফ বা অক্ষরের ধরনগুলো, হরকতগুলো, মাখরাজ, মৌলিক চিহ্ন এবং সবকিছুর উচ্চারন।

এই প্রাথমিক জিনিসগুলো এবং এদের ব্যবহার খুব গুরুত্বসহকারে শিখতে হবে। চেষ্টা করবেন নোট করে রাখার মৌলিক বিষয়গুলো যাতে পরবর্তীতে ভুলে গেলেও খুজে পেতে বেগ পেতে না হয়। মুলত এগুলো শেখা হয়ে গেলেই আপনার কুরআন অর্ধেকের ও বেশি শেখা হয়ে যাবে।

পাঠ করতে শুরু করুন

হরফ, হরকত, ও বিভিন্ন চিহ্ন গুলোর উচ্চারন ও সঠিক ব্যবহার যখন শিখে যাবেন, তখনই আস্তে আস্তে কুরআন পড়ার চেষ্টা করতে হবে। এই ধাপেই সব অক্ষর ও হরকতের উচ্চারন, টান এগুলো শিখে ফেলবেন। পাশাপাশি কুরআন তেলওয়াত এর ও বিভিন্ন নিয়ন শিখে ফেলবেন। তাজবীদ শিখবেন এ ধাপেই। তাজবীদ হচ্ছে সহিহ ও শুদ্ধ করে কুরআন পড়ার নিয়ম। এটিকে ফরজ করা হয়েছে কুরআন পাঠের ক্ষেত্রে। তাই খুবই গুরুত্ব সহকারে এটি শিখবেন।

তেলওয়াত এর চেষ্টা করুন

সব নিয়ম শিখে শুরুতে ধিরে ধিরে তেলওয়াত এর চেষ্টা করবেন। চেষ্টা করবেন যতদুর সম্ভব মধুর করার জন্য তেলওয়াত। আয়াতের অর্থও পড়বেন সাথে সাথে। তাহলে পাঠ করতে বেশি ভালো লাগবে। এভাবে পড়তে পড়তে আপনি একসময় দ্রুত ও শুদ্ধ ভাবে পরতে পারবেন।

মুখস্থ করার শুরু করুন

এক পর্যায়ে আপনি যখন কুরআন তেলওয়াত খুব দ্রুত ও সাবলিল ভাষায় করতে পারবেন, তখন চেষ্টা করবেন যতটা সম্ভব মুখস্থ করার। কারন এই পবিত্র গ্রন্থ যত অন্তঃস্থ করতে পারবেন ততই লাভ।

কুরআন শিক্ষার জন্য করণীয়

ছহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষা করা অত্যন্ত যরূরী। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত জানা মানুষের সংখ্যা খুবই কম, যা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং আমাদের যথেষ্ট অবহেলারই পরিচায়ক। ভালভাবে কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষার জন্য আমরা নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করতে পারি।

১. ভাল শিক্ষকের কাছে পড়া : যিনি ছহীহভাবে কুরআন পড়তে পারেন তার নিকটই কুরআন শিক্ষা করতে হবে। বিশেষ করে যে শিক্ষকের কুরআন শিক্ষার বিষয়ে প্রশিক্ষণ আছে তার কাছে পড়লে আরো ভাল হয়।

২. নিয়মিত পড়া : ছহীহভাবে কুরআন শিক্ষার জন্য নিয়মিত সময় দেয়া দরকার। যদিও কম সময় হয়। প্রতিদিন শেখার মধ্যে থাকলে ছহীহভাবে কুরআন শিক্ষা সহজ হবে এবং যা শেখা হবে তা আয়ত্ত্বে থাকবে।

৩. নিয়মিত মশক বা অনুশীলন করা : কোন যোগ্য শিক্ষকের কাছে মশক করলে পড়ার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। মশক হলো- শিক্ষক পড়বে তারপর সেভাবে ছাত্রও পড়বে। এ ছাড়া বিভিন্ন সিডির মাধ্যমেও মশক করা যায়। এক্ষেত্রে বিশ্ববিখ্যাত ক্বারী মিনশাভীর কুরআন প্রশিক্ষণ সিডির সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে।

৪. পরিবার-পরিজন ও সন্তানদের শিক্ষা দেয়া : প্রত্যেক মুসলিমকে তার পরিবার-পরিজন ও সন্তানদের কুরআন শিক্ষা দেয়া অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। কুরআনে এসেছে, হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে এবং পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও (তাহরীম ৬)। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, عَلَيْكُم بِالْقُرْآن ، فَتَعَلَّمُوه وَعَلَّمُوه أَبْنَائِكُم ، فَإِنَّكُم عَنْه تُسْأَلُوْن ، وَبِه تُجْزَوْن ‘কুরআনের বিষয়ে তোমাদের

উপর অবশ্য পালনীয় এই যে, কুরআন শিক্ষা করা এবং তোমাদের সন্তানদের কুরআন শিক্ষা দেয়া। কেননা এ বিষয়ে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে এবং তার প্রতিদানও দেয়া হবে' (ইবনু বাত্তাল, শরহে সহীহ বুখারী, ১০/২৬৬ পৃঃ)।

৫. ফযীলতপূর্ণ সূরাগুলো বেশী বেশী পড়া : ফযীলতপূর্ণ সূরাগুলো ভালোভাবে শিক্ষা করা এবং সেগুলো বেশি বেশি তিলাওয়াত করা উচিৎ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ بِثُلُثِ القُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، وَقَالُوا : أَيُّنَا يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رسولَ الله ؟ فَقَالَ : قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ اللهُ الصَّمَدُ: ثُلُثُ الْقُرْآنِ 'তোমাদের কেউ কি রাত্রিকালে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ তেলাওয়াতে সক্ষম? তারা বিষয়টি কঠিন মনে করলেন এবং বললেন, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পড়বে? তিনি বললেন, (সূরা ইখলাছ) কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২১২৭)।

অতএব যেসব সূরা ও আয়াত সম্পর্কে অধিক ফযীলত ও বেশি নেকীর কথা বর্ণিত হয়েছে সেগুলো ভালোভাবে শেখা ও বেশি বেশি পড়া দরকার। এর মধ্যে রয়েছে, সূরা বাক্বারা, সাজদাহ, দাহর, ওয়াক্বিয়া, রহমান, ইয়াসীন, মুলক, আ'লা, গাশিয়া, ইখলাছ, ফালাক, নাস, আয়াতুল কুরসী প্রভৃতি।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, যথাযথভাবে কুরআন শিক্ষা করা ও সুন্দরভাবে কুরআন তেলাওয়াত করা মুমিনের জন্য যরূরী। এ কথা সকল মুসলিমের জানা উচিৎ, কেবলমাত্র মুসলিম হওয়াই জান্নাত লাভের জন্য যথেষ্ট নয়; বরং ইসলামী জীবনবিধানকে অনুসরণ করতে হবে অনুসরণ করার মত। তবেই কেবলমাত্র সফলতা আসতে পারে। আল্লাহ বলেন, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى 'অতঃপর যখন তোমাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে হিদায়াত আসবে, তখন যে আমার হিদায়াতের অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে না এবং দুর্ভাগাও হবে না' (ত্বহা ১২৩)।

ইসলামকে অনুসরণের জন্য প্রয়োজন বিশুদ্ধ জ্ঞান। বিশুদ্ধ জ্ঞানের একমাত্র উৎস পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। সুতরাং ইহলৌকিক জীবনে সুপথ প্রাপ্ত হওয়া এবং পারলৌকিক জীবনে মুক্তিলাভের জন্য আমাদেরকে মানবজাতির উদ্দেশ্যে মহান রাববুল আলামীন প্রেরিত এই মহা হেদায়েতগ্রন্থ পবিত্র কুরআনকে যে কোন মূল্যে শিখতে হবে। কুরআনের নির্দেশাবলী জানতে হবে। নিজের জীবনে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। তবেই আমরা সফলকাম হতে পারব।

অতএব প্রিয় যুবক ভাইদের উদ্দেশ্যে আমাদের আন্তরিক আহবান, এ ক্ষণস্থায়ী জীবন পরিসমাপ্তির পর যে অন্তহীন জীবন আমাদের সামনে অপেক্ষা করছে সে জীবনে আমাদের একমাত্র সাথী হবে পবিত্র কুরআন। এই চিরস্থায়ী সাথীকে তাই সময় থাকতেই যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে। সুতরাং আসুন! সাধ্যমত কুরআনের পঠন-পাঠনে নিজেদেরকে নিয়োজিত করি। আমাদের আত্মীয়-পরিজন এবং সমাজকে কুরআনের শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করি। প্রতিদিন নির্দিষ্ট একটি সময় আবশ্যকভাবে কুরআনের জন্য ব্যয় করি। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন।প্রতিদিন কমপক্ষে দুই পৃষ্ঠা ও রামাযানের প্রতিদিন কমপক্ষে এক পারা

কুরআন তেলাওয়াত করা কর্তব্য। যা মুখস্থ আছে তা সংরক্ষিত রাখা ও আয়াতগুলির অর্থ ও মর্ম অনুধাবন করা, সেইসাথে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সার্বিক জীবন গঠন করা কর্তব্য। মহান আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন- আমীন!